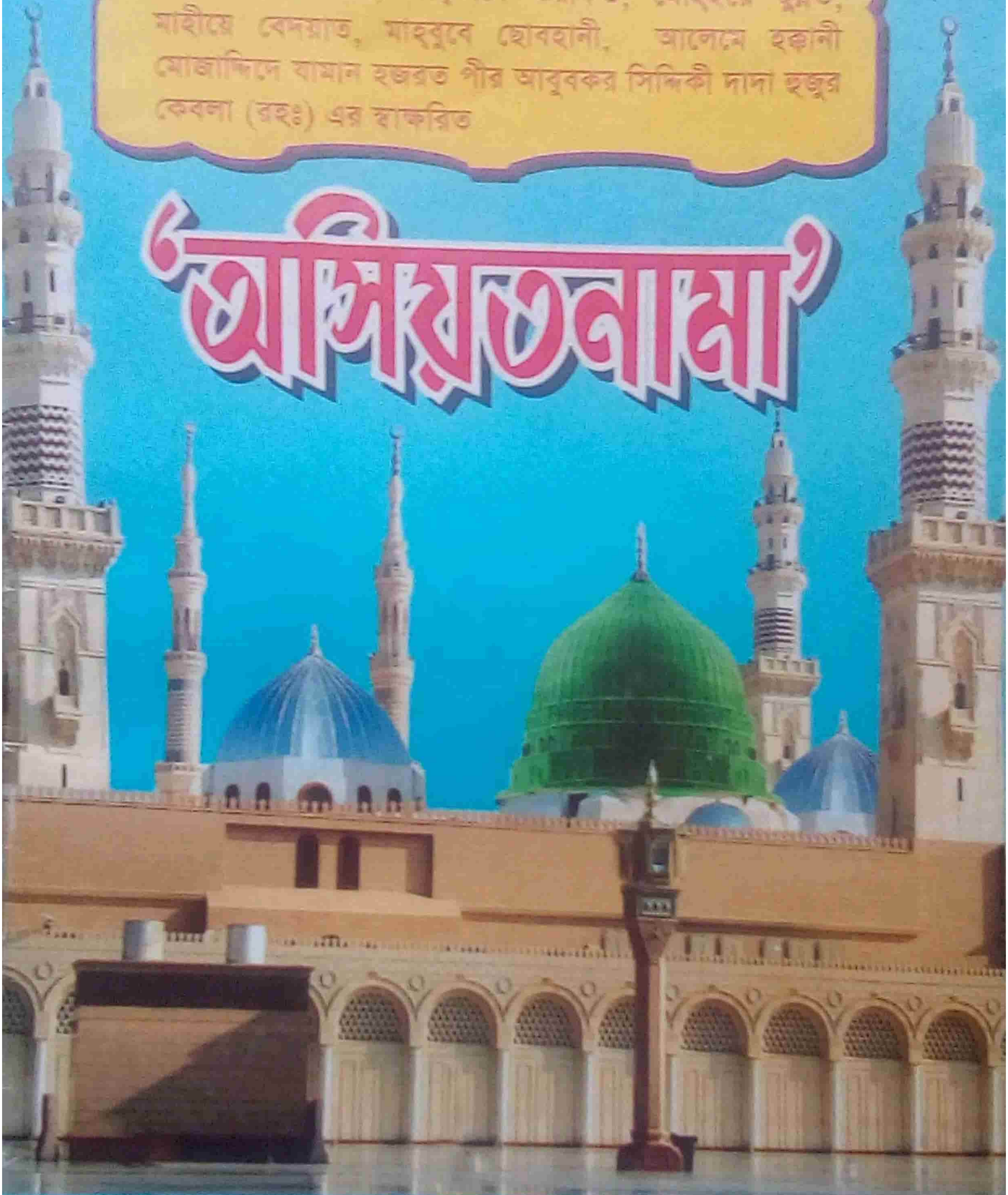
আফতাবে শরিয়াত, মাহ্‌তাবে তরীকত, মোহ্‌ইয়ে ছুন্নাত, মাহীয়ে বেদয়াত, মাহ্‌বুবে ছোবহানী, আলেমে হক্কানী মোজাদ্দিদে যামান হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ) এর স্বাক্ষরিত

'অসিয়তনামা'



আমার খলিফা ও মুরীদদের মধ্যে যদি কেহ কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ সমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরীদ দাবী করিয়া অসিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে মুরীদ বা খলিফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরীদ হইবেন না।

পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

ফুরফুরা শরীফের পীর

মুফ্‌তীয়ে আযম আবু জাফর সিদ্দিকী মেজলা হুজুর কেবলা (রহঃ) ও বসিরহাটের মওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) এর লিখিত ফুরফুরার পীর কেবলার জীবনী এবং মাসিক "শরিয়তে ইসলাম" (১৩৩৭ সাল) ধারাবাহিক প্রকাশিত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

আফ্‌তাবে শরিয়ত, মাহতাবে তরীকত, মোহ্‌ইয়ে ছুন্নাত, মাহীয়ে বেদয়াত, মহবুবে ছোবহানী, আলেমে হাক্কানী মুজাদ্দিদে যামান হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ) এর স্বাক্ষরিত

'অসিয়তনামা'

মুফ্‌তীয়ে আযম মেজলা হুজুর কেবলা (রহঃ) এর দৌহিত্র সৈয়দ আজমাত হোসেন (এম. এম. কলকাতা)
কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত

—ঃ পরিবেশনায় ঃ—
কানাআত লাইব্রেরী
ফুরফুরা শরীফ
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
ফোন ঃ ৯৭৭৫২৬৩৯৭৪

হাদিয়া ঃ কুড়ি টাকা মাত্র

ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান দাদা হুজুর (রহঃ)-এর সেজ সাহেবজাদা মুজাহিদে ইসলাম সেজ হুজুর পীর কেবলা (রহঃ)-এর একমাত্র সাহেবজাদা আল্‌হাজ্ব পীর আবুল ফারাহ সিদ্দিকী (মাদ্দাঃ)-এর বড় সাহেবজাদা

আল্‌হাজ্ব মৌলানা সাহিমুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের

অভিমত

আমার শ্রদ্ধেয় বড় দুলাভাই মুফ্‌তীয়ে আজম মেজ হুজুর পীর কেবলা (রহঃ)-এর নাতী সৈয়দ আজমাত হোসেন সঙ্কলিত 'অসিয়তনামা' বাংলাভাষী মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। মুজাদ্দিদে যামান দাদা হুজুর কেবলা (রহঃ)-এর নিজ হস্তে স্বাক্ষরিত 'অসিয়তনামা' ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। একজন যুগ সংস্কারকের বিদায়কালীন উপদেশ যা ১৩৩৭ সালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও জীবনীগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার মুসলমান যেগুলি মেনে চললে বহু নিয়ামতের অধিকারী হবেন। না মানলে জীবন বৃথা হয়ে যাবে। উলিল আমরের কথামত চলা মুরীদের জন্য জরুরী। তাই আমি মনে করি প্রতিটি মুসলমান ভায়ের উচিত এই পুস্তিকাটি গ্রহণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা। এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এবং এই সময় প্রকাশ হওয়াটি খুবই যুগোপযোগী হয়েছে বলে মনে করি। রাব্বুল আলামীন এই মেহনতকে কবুল করুন এবং এ পথের পথিককে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন!

আহকার পীরজাদা সাহিম সিদ্দিকী

ফুরফুরা দরবার শরীফ

২৭শে রমজান ১৪২৯, ইং ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৮

রবিবার রাত্রি ৯ ঘটিকা।

পূর্বাভাস

দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা এবং বিশ্বশান্তির অগ্রদূত আখিরী নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর শত দরূদ ও সালাম। এই পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীই এজন্য গৌরব করতে পারে যে, মুসলমানদের নিকট রয়েছে আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব কালাম কোরআন শরীফ, রয়েছে তাঁর পাক ঘর কাবা শরীফ এ বিষয়টি যেমন গৌরবের তেমন দায়িত্ব পালনেরও। কোরআন শরীফ পাঠ করা, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং কোরআন শরীফের মহান শিক্ষার উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

আধুনিক কালে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে তা হল, কোরআন শরীফের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে এবং প্রিয়নবী হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর মহান আদর্শকে বর্জন করেও মুসলমান থাকা যায়, এ ভুল ধারণাই বর্তমানে মুসলমানদের সমূহ বিপদের কারণ হয়েছে অথচ অবস্থা এই যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে মুসলমান থাকা যায় না, আর নিছক ইসলামের নাম ব্যবহার করে, সামাজিক স্বার্থ-সিদ্ধি হলেও ইসলামের কোন খেদমত করা যায় না, বরং এভাবে ইসলামের ক্ষতি সাধন করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অহরহ ঘটে চলেছে। কিন্তু কেন এসব বিপদাপদ আসছে, তা আদৌ কেউ চিন্তা করছে না, অথচ দেখা গেছে, এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে মানুষের চারিত্রিক দুর্যোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইতিপূর্বে কখনো এত লুটতরাজ, সন্ত্রাস, ব্যাভিচার এবং জুলুম অত্যাচার হয়নি, মানবতা এখন ভুলুণ্ঠিত, দানবীয় চরিত্রের প্রকাশ ঘটছে সর্বত্র, এর অবশ্যম্ভাবি পরিণতি এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, আজ সমগ্র বিশ্ব তাই অশান্ত। যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির কল্যাণে আধুনিক

বিশ্ব অনেক উন্নতি করছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্য, আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড চলছে অহরহ। তারই অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আজ বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। তাই আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে পূর্বভারতের মুসলমানদের অর্জিত মর্যাদা, আদর্শ, একতা, শিক্ষা ও সমাজ সেবা যেগুলি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদে যামান হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছে তাকে রক্ষা করা দরকার যাতে এই উপমহাদেশের শান্তি, স্থীতি, ধর্মানুরাগ, স্থায়িত্ব এবং সম্প্রীতি বজায় থাকে। আর উক্ত বিষয়গুলির রক্ষাকবচ হল, ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার অসিয়তনামাকে পূর্ণভাবে জানা এবং সেই মত চলা, এই বাংলা আসামের মুসলমানের হারিয়ে যাওয়া সেই পূর্ণাঙ্গ অসিয়তনামা যেগুলি ১৩৩৭ সালে ধারাবাহিকভাবে হজরত মৌলানা আহম্মদ আলী এনায়েতপুরী সম্পাদিত শরিয়তে ইসলাম মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আমি নগণ্য সঙ্কলক নিজ সংগৃহীত পত্রিকা থেকে এবং বিভিন্ন অসিয়তনামা থেকে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছি। সহৃদয় পাঠক উপকৃত হলে আর এই আহ্কারের জন্য দোয়া করলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। দীর্ঘদিনের এই ইচ্ছা পূরণ করতে অদৃশ্য কোন কারণে বিলম্ব হচ্ছিল। বর্তমানে ফুরফুরা শরীফের কিছু হিতাকাঙ্খীর অনুরোধে এই দাদা হুজুর পীর কেবলার স্বাক্ষরিত মূল্যবান "ওছিয়তনামা" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল কোরআন হাদীসের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে উলিল আমরের বাণী ও অসিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফুরফুরা সিলসিলার শুভাকাঙ্খীদের নিকট আবেদন ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা (রহঃ) এর কোন অসিয়ত উক্তি বা বক্তৃতা আপনাদের নিকট যদি সংরক্ষিত থাকে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলিকে সংযোজন করা হবে ইনশাল্লাহ। **বর্তমানে কিছু অর্থলোভী ব্যবসাদার এই কেতাবের নকল করে অন্য নামে প্রকাশ করছে হাওয়ালাটুকু দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না সুতরাং নকল হতে সাবধান থাকবেন।**

– সঙ্কলক

ফুরফুরা শরীফ

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ফুরফুরা শরীফ হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামটি নিয়ে নানা গল্প কাহিনী শুনা যায়। এখানে বহু অলী, দরবেশ, পীর, মাশায়েখ, আলেম হাফেজ ক্বারী, কত শোহাদার যে মাযার আছে তার সংখ্যা আজও অজানা। তবে এটা যে একটা ইসলাম ধর্মের পাকভূমি বিশেষ ধর্মস্থান বলে সর্ব্বস্তরের মানুষের কাছে খ্যাত এতে কোন সন্দেহ নেই।

এছাড়া কয়েক শতাব্দি ধরে পূর্বভারতের মুসলিম শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্রও এই ফুরফুরা শরীফ, ফারাএজি আন্দোলনের নেতা শরিয়তুল্লাহ বাংলার বিশিষ্ট অলি ফারসী কাব্যে পারদর্শী শাহসুফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ এখান থেকে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

সাওয়ানেহে ওমরী নামক উর্দ্দু কেতাবে এবং আল্লামা রুহুল আমীন রহঃ এর লেখা ফুরফুরার হজরতের "বিস্তারিত জীবনী" থেকে জানা যায়, হাজী মৌলানা মুস্তাফা মাদানী রহঃ ফুরফুরা শরীফ মিয়াসাহেব মহাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও সম্রাট অওরঙ্গজেব (বাদশা আলমগীর) একই সঙ্গে দিল্লীর হজরত মাসুম রাব্বানী রহঃ এর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ফুরফুরার নবজাগরণের সূচনা তাঁর নিকট থেকেই আরম্ভ হয়। তিনি কাশ্‌ফ দ্বারা অবগত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "আমার বংশধরগণের মধ্যে ৬ষ্ঠ পুরুষে আমার তুল্য একপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে তাহার দ্বারা বঙ্গদেশের শেরক, কোফর ও বিদ্‌আত দূরীভূত হইয়া যাইবে, বরং হিন্দুস্থান ও আরবে তাঁহার ফয়েজ জারি হইবে। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার খাঁটী মুরিদ হইবে।"

হজরত মৌলানা মুস্তফা মাদানী রহঃ থেকে ফুরফুরার হজরত আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ এর কোতবোজ্জামান ও মোজাদ্দিদে যামান হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই মুজাদ্দিদে যামানের জন্মও এই পাক ভূমি ফুরফুরা শরীফে। এই মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিদ্ধ্যে শিক্ষা লাভ করতে ছুটে এসেছেন

কত মানুষ রাশিয়া, বোখারা, পেশওয়ার, কান্দাহার, কাবুল এবং বিশ্বের বহু দেশ থেকে, তাই এই ফুরফুরার খ্যাতি, নাম সব কিছু যুগসংস্কারক আবু বকর সিদ্দিকী দাদা হুজুর কেবলা রহঃ এর জন্য।

১৯৬১ সালের Hooghly District Hand Book এ ফুরফুরাকে A Place of Pilgrimage for Musalmans বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত West Bengal District Gageteers Hooghly (by Amiya Kumar Banerjee I-A-S.) তে এই পাকভূমিকে a Place of muslim Pilgrimage বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' তৃতীয় খন্ডে ফুরফুরা সম্পর্কে লিখেছেন "ফুরফুরা বঙ্গের মুসলমানদের একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান..................পীর বংশের ফকির ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করায় এই স্থান বঙ্গের মুসলমানদের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলে পরিগণিত।

(দাদা হুজুর কেবলা জীবনী হতে সংগৃহীত)।

পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ঃ—আবুবকর মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (রহঃ)

পিতা ঃ—মৌলানা মখদুম হজরত আব্দুল মোক্তাদের (রহঃ)

মাতা ঃ—মোসাম্মাৎ মুহাব্বাতুন্নেসা খাতুন

জন্ম ঃ—হিজরী ১২৬৩, বাংলা ১২৫২ সাল

বংশ পরিচয় ঃ—বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রিয় সাহাবা খলিফাতুল্ মুস্‌লিমিন হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর ৩০তম নিম্নপুরুষ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ---তাঁর জন্মের নয় মাস পরেই পিতা হজরত

আব্দুল মোক্তাদের (রহঃ) এন্তেকাল করেন। স্নেহময়ী মাতা মুহাব্বাতুন্নেসার কোলে লালিত-পালিত হয়ে প্রথমে প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তি হলেও ধর্ম ও সামাজিক উভয় শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত প্রাইমারী ছেড়ে সীতাপুর মাদ্রাসা পরে হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ক্লাস 'জামাতে উলা' পাস করেন। এবং কলকাতায় বেলায়েতী মৌলানার নিকট মান্তেক-হিকমাত (দর্শন-বিজ্ঞান) শাস্ত্রের উচ্চ কেতাবগুলি অধ্যায়ন করেন। কলকাতা সিন্দুরিয়া পট্টি মসজিদে মুজাদ্দেদে আজম, হজরত সৈয়দ আহ্‌মাদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)-এর খলিফা মোহাদ্দেস, আল্লামা হাফেজ জামালুদ্দীন (রহঃ)-এর নিকট হাদীসের দাওরা শেষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মদিনা শরীফ গমণ করতঃ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের মাজারের মোজাবের, মোহাদ্দেস, সৈয়দ আমির রেজওয়ান (রহঃ) কর্তৃক চল্লিশটি হাদীসের কেতাবের সনদ লাভ করেন।

যাহেরী জ্ঞানার্জনের পর বাতেনী (আধ্যাত্মিক) অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহকে চেনার বিষয়ে ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তখন তিনি বাতেনী জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত কোত্‌বুল এরশাদ শাহ্ সুফী হজরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়সী (রহঃ)-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করতঃ নক্‌শেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদে আলীয়া, কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া তরীকাসমূহ পূর্ণরূপে শিক্ষালাভ করতঃ খেলাফত প্রাপ্ত হন। এইরূপে যাহেরী বাতেনী শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে তিনি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে অধঃপতিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আন্দোলন হয় তা ছিল দ্বিমুখী। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যার অগ্রণী ছিলেন পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) স্বয়ং। অপরটি আত্মচেতনা, যুগচেতনা, জাতীয় চেতনা, যা গবেষকদের ভাষায় মুসলিম নবজাগরণের

আন্দোলন, এ ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ কারণেই তিনি মুজাদ্দেদে জামান বা যুগ-সংস্কারক উপাধীতে ভূষিত হন। সমকালীন সর্বস্তরের শিক্ষিত সমাজের উপর ছিল তাঁর সুবিশাল প্রভাব। পূর্ব ভারতে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী এক মুসলিম যুগপুরুষ।

এই যুগ-সংস্কারক ইং ১৯৩৯, ১৭ই মার্চ বাংলা ১৩৪৫, ৩রা চৈত্র শুক্রবার ইহজগৎ ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহি রাজেউন। বিদায়কালে মুজাদ্দেদে যামান পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) নিজ কার্যধারাকে অব্যাহত রাখতে তার লক্ষ লক্ষ মুরীদ তথা কুল মুমিন-মুসলমানের সমাজের মাঝে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য পাঁচ পুত্র ছাড়াও ৫৬৬ জন খলিফা। দিয়ে গিয়েছিলেন তাদের হাতে তার স্বাক্ষরিত অসিয়তনামা। বর্তমানে তাঁর পুত্র ও খলিফাগণের কেহই আর ইহজগতে নেই। আছে শুধু তাঁর স্বাক্ষরিত 'অসিয়তনামা'। সুতরাং অসিয়তনামাই হল ফুরফুরার হজরত মুজাদ্দেদে জামান পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) -এর সিল্‌সিলার একমাত্র রক্ষাকবজ। সিল্‌সিলার কার্যধারা বা গাইডবুক। এ বিষয়ে শেষ বিদায়কালে তাঁর অনুরোধ ও উপদেশ—"স্থানে স্থানে দেখা যায় যে শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরীদ পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক একজন এক এক দল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মোসলমান ভাইদিগের গোমরাহ করিতেছে। যাহা হউক, আমার অসিয়তনামাখানি আমল করিলে খুব খুশী হইব।"

সুতরাং অসিয়তনামা অনুযায়ী চললে বিপথগামী হবার কোন সম্ভাবনায় আর থাকবে না এবং অসিয়তনামার আমলকারী ব্যক্তির মধ্যে দিয়েই পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর পরিচয় ফুটে উঠবে।

"বৃক্ষ তোমার নাম ফলেই পরিচয়।"।

হজরত দাদা হুজুর পীর কেবলার (রহঃ) এর

অসিয়তনামা

সৌজন্যে ঃ মুফ্‌তীয়ে বাংলা-আসাম হজরত পীর আবু জাফর সিদ্দিকী (রহঃ) ও হজরত মওলানা রুহুল আমীন রহঃ-

আস্‌সালামো আলায়কুম,

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে, আমার খলিফা, মুরিদান ও কুল ইমানদার মোসলমান ভাইদিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াত কাহারও কায়েম নহে। আল্লাহপাক বলেন—

কুল্লু নাফ্‌সিন যা-ইক্বাতুল মাউত

(অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু আস্বাদনকারী।) আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন্ সময় ইহদুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয়, আমার খলিফা, মুরিদগণ ও মোতাকেদগণ শরীঅত অনুযায়ী আমার মতের কোন বিরুদ্ধমত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া পড়ে নাকি। স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরীদ, পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক এক জন এক এক দল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মোসলমান ভাইদিগের গোমরাহ্ করিতেছে। যাহা হউক, আমার অসিয়তনামাখানি আমল করিলে খুব খুশী হইব। যেহেতু "আদ্দাল্লু আলাল খায়রে কাফায়েলিহি"— যিনি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেক্‌কারের সমান সওয়াব লাভ করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেন মৃত্যুর পরও কিছু নেকী পাইতে পারি।

অসিয়ত

(১) বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশরাফোল মুখলুকাত খাতেমুন্নাবিয়ীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) শেষ নবী ও তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। কলেমা তৈয়্যাবা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহ্র রসুল। কালেমা শাহাদত ঃ-

আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহুলা শারিকা লাহু, অ-আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাসুলুহু।

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয় অংশীবিহীন, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসুল।

ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। ইহার বিপরীত কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কলেমা সমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

(২) জীবিত কি মৃত পীরের সুরাত হাজের-নাজের জানিয়া ধেয়ান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বেঈমান।

(৩) পুত্র-কন্যাদিগকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দিবেন, তৎসঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনুর-হেকমত (শিল্প ও ভাষা), ইংরাজী, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণ শিক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য ইসলামি কলেজ, ইসলামী মাদ্রাসা, জুনিয়র, সিনিয়র মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে একটি হাদিস তফসিরের দাওরা খুলিয়া হাদিস-তফসির পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কোরআন শরীফ যাহাতে তাজ্‌বিদ অনুযায়ী পড়িতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(৪) স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগ্নিদিগকে পর্দায় রাখিবেন। কন্যাদিগকে শিক্ষাদান কালেও পর্দায় রাখিবেন। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা মহরম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন। যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবেন, তাহারা দাইয়ুস হইয়া জাহান্নামে যাইবে। পর্দা করা ফরজে-আয়েন। ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে তাহারা বেঈমান। উহাদের মতের উপর ধিক্কার দিবেন।

(৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করায় বাধা নেই। যে চাকুরী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয, তাহা করিবেন, কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নত মোতাবেক পোষাক ইত্যাদি ও রোজা, নামায, ঈমান ঠিক রাখিয়া করিবেন।

(৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গুণাহ। সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই, সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার

দান-খয়রাত গ্রহণ করা হারাম। যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কল্ব (অন্তর) অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে জেক্‌রের আস্বাদ পাইবে না। সুদখোর তওবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বৎসর কালের মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের (সমস্ত) মাল ফেরৎ দেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ খাইতে পারে। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরৎ না দিলে তাহাকে বৎসরকাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে—সে সুদ হইতে পরহেজ করে কিনা। যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্দ্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েজ হইবে। সুদখোরের পৌনে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া এস্তেকামাত না করা পর্যন্ত তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাসেকে মোলেন (প্রকাশ্য ফাসেক) সুদখোরকে তওবা করানো মাত্রই বাড়ীতে খাইলে, হেদায়েত হওয়া দূরের কথা বরং সুদখোর আরও শক্ত সুদখোর হইবে। অতএব যদি কেহ সুদ খায়, কিংবা সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয়, সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা পরিচয় না দেয়। তাহার নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না।

(৭) মেয়ের সাচকের (পনের) টাকা খাইবে না। যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্বারা জেয়াফত করিবে, তাহা হারাম। এই জেয়াফত যাহারা খাইবে তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে।

আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিংবা মেয়ের পণের টাকা দ্বারা জেয়াফতকারী ও গ্রহণকারীর বাড়ীতে খাইবে, তাহার নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না। এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক, অথবা অন্য কোন পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরীদ হইবেন না।

(৮) ভাই-ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবেন। নচেৎ খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। টাকার হউক, কথার হউক, দাবীদারের নিকট মাফ লইবেন। যদি দাবীদার মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবেন।

কথা ইত্যাদি মাফের জন্য নামাজ পড়িয়া সেই মৃত ব্যক্তির রূহের উপর

সওয়াব-রেসানী করিবেন। খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবেন। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র-কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েজ অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৯) আমি যে কাদেরীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকা সম্বন্ধে সবক ও তালিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হজরত পীরানে পীর শাহ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) সাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রঃ) এর কেতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ কারামত আলী মরহুম মগফুর সাহেবের মা'রেফাতের কেতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন। তিনি আমার দাদা পীর হজরত মাওলানা শাহ নূর মোহাম্মদ মরহুম মগফুর সাহেবের পীর ভাই ছিলেন। অতএব আমরা এক তরিকাভুক্ত।

(১০) আমার খলিফা ও মুরিদদের মধ্যে যদি কেহ কোরআন, হাদিস ও ফেকাহ সমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরীদ দাবী করিয়া আমার অসিয়তের বিপরীত চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরীদ বা খলিফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরীদ হইবেন না।

(১১) হিন্দুর পূজা-পার্বনে, মেলা, তিহারে ও গান-বাজনা স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না। পূজার পাঁঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না, দিলে গোনাহে কবিরা হইবে।

(১২) কেহ প্রকাশ্য ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না। যথা—বেনামাজি। কেননা প্রত্যহ বেতরের নামাজে পড়া হয়, নাত্‌রোকো মাই য়াফ জোরোকা অর্থাৎ আমরা ফাসেক-ফাজেরের সহিত চলিব না।

(১৩) কেহ দাড়ী মুণ্ডন করিবেন না, এবং মুষ্টির কম হয়, এমন খাট করিবেন না। লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্সকাট, [illegible]রি বা ঢাকাইয়া ছাঁট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট, প্যান্ট, নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। সুন্নাত মোতাবেক পোষাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না। টুপি, পাগড়ী, লুঙ্গি, পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোষাক ব্যবহার

করাও জায়েয। বড়ই পরিতাপের বিষয় নাসারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না।

আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সং সাজিতে লজ্জাবোধ করে না। কখনও দাড়ী মুণ্ডন করে, হ্যাট পরে, খালি মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখনো টুপি মাথায় না দিয়া লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ পাক আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম রাখেন ও শরিয়তের খেলাফ হইতে রক্ষা করেন।

(১৪) তাস, পাশা, ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি এবং ঘোড়-দৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণী লড়াই খেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেন না। যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয়, তথায় যাইবেন না উহা হারাম।

আত্মরক্ষার জন্য ঘোড় দৌড়, লাঠিখেলা শিক্ষা, তলোয়ার ভাঁজা, তীরন্দাজী শিক্ষা মাসের মধ্যে ২/৩ দিন তালিমের জন্য জায়েয হইবে কিন্তু হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়িবে, ঐ শিক্ষাকালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েয আছে। কিন্তু ঈদ, বকরাইদ, শবেবরাত, মহরম ইত্যাদিতে না করে। করিলে এবাদতের ক্ষতি হইবে।

(১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠিখেলা, কলের গান, সুর দিয়া পুঁথিপড়া ইত্যাদি কার্য করিবে না। ফজুল ভাবে অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহা হারাম।

(১৬) যথাশক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প-কার্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে। খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলেমের এলম পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ নসীহত করিবেন। কাহারও নিকট ইশারা বা ঈঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম, যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেয়, তবে লওয়া জায়েয আছে।

(১৭) আলেম সাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি মসলা লইয়া এখতেলাফ বা মতভেদ হয় তবে একত্রে বসিয়া কেতাব সমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধারণের নিকট সহি মত প্রকাশ করিবেন যাবৎ পর্যন্ত ঐরূপ আলেম সাহেবদের একতা না

হইবে, তাবৎ পর্যন্ত আলেম সমাজে দলাদলি থাকিলে অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

(১৮) যদি কোন আলেমের মত কোনরূপ কেতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপনে বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে বা শুনিতে পান, তবে যতক্ষণ নিজে তাহার লিখিত মত বলিয়া কিংবা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার এস্তেহার ও ফৎওয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে অনেক বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফৎওয়া ও এস্তেহার প্রকাশ করিয়া বহুসংখ্যক ঈমানদার মুসলমানদিগের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলেম ও পীর সাহেবগণ সাবধান থাকিবেন, শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইসলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ পানাহ দেন।

(১৯) কেহ গান-বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না। আল্লাহ ও রসুল-এর তারিফ কবিতা গজল পড়িতে পারে। কিন্তু এলমে-অরুজির সহিত পড়িবে। এলমে মুসিকি অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। এল্‌মে অরুজির সহিত পড়িতে হইলেও ৫টি শর্ত পালন করিতে হইবে—যথা মেয়েলোক মজলিসে না থাকে ইত্যাদি।

গজল পাঠ বা ইসলামী সঙ্গীত পাঠ

দুই ধরনের

এলমে মুসিকি (রাগ-রাগিনী সুরে) এই সুরে পড়া হারাম	এলমে উরুজি (বিনা রাগ-রাগিনী মিষ্ট স্বরে এই সুরে পড়া পাঁচটি শর্তে জায়েয

শর্ত এক : গজল পাঠকারী ও শ্রোতাদের মধ্যে কোন দাড়ীবিহীন ব্যক্তি না থাকে।

শর্ত দুই : উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য দরজার লোক ছাড়া অন্য লোক না থাকে। ফাসেক দুনিয়াদার ও স্ত্রীলোক না থাকে।

শর্ত তিন : গজল পাঠকারীর নিয়ত খাঁটি হতে হবে, বেতন ও খাদ্য গ্রহণের লোভ থাকবে না।

শর্ত চার : খাদ্য ও স্বার্থের আকাঙ্খায় তারা গজল পাঠ করতে না দাঁড়ায়।

শর্ত পাঁচ : জ্ঞানহীন অবস্থায় গজল পাঠ করতে দাঁড়ানো যেমন কাওয়ালী

পাঠকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এমনটি না হয় এবং সত্য ভাব ছাড়া অজদ (জজবা) প্রকাশ না হয়।

উল্লিখিত শর্তগুলি নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে বর্তমান কালে গজলের অনুমতি হতে পারে না। কোন বিদ্বান বলেছেন, সমশ্রেণীর আউলিয়া একত্রিত হওয়া ও নফসের কামনামুক্ত গজল পাঠকারীর অভাব কিম্বা স্বার্থের ব্যাপার এসে যায় বলেই হজরত জোনাএদ বাগদাদী (রহঃ) উক্ত বিষয় থেকে তওবা করেছিলেন এবং অবৈধতা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে ফুরফুরার পীর সাহেব ও তদ্বীয় সাহেবজাদা ও খলিফাগণ অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। (বিস্তারিত জীবনী পীর আবু বকর রহঃ অবলম্বনে—মওলানা রুহুল আমীন)

(২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ এল্‌মে মুসকীর ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকে, ইহা জায়েয নয়। তথায় যাইবে না। যদি কেহ তথায় গিয়া থাকে, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। মসনবী শরীফ এল্‌মে অরুজির সহিত অর্থাৎ বিনা রাগ-রাগিনী মিষ্টি স্বরে পড়িতে বাধা নেই।

(২১) মাথায় এরূপ লম্বা চুল রাখিবেন না যে, তাহা মেয়েলোকের ন্যায় হয়, বাবরী সুন্নত মোতাবেক রাখিতে পারে, বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে। উহা হারাম।

বাবরী রাখিতে হইলে, স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবে, মহড়ার নীচে না পড়ে। মহড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রী লোকের ন্যায় হয়, উহা হারাম। উহার প্রতি খোদাতায়ালার লানত পতিত হইবে।

(২২) সওয়াব রেসানী করিয়া কেহ সওয়াল করিয়া লইবেন না, উহা হারাম। যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানেওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এক্ষেত্রে লওয়া বা দেওয়া জায়েয আছে। বর্তমান জামানায় কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া ও এমামতি করিয়া, খতম তারাবি পড়িয়া, ঝাড়ফুঁক দিয়া মজুরী লওয়া জায়েয আছে।

(২৩) ওয়াজ নসিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবেন। কিছু লিল্লাহ দিলে, লওয়া জায়েয আছে। বাজে স্থানে লোকের ভালমন্দ, সুদখোর ঘুষখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজকারিদিগকে দেয়, উহা নাজায়েয। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে কোন দোষ নাই।

(২৪) যে, যে স্থানে থাকেন, জামায়াতে নামাজ পড়িবেন। জুমা ও ঈদ পড়িবেন। মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরে জোহরের নামাজ পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরক করিবেন সে ব্যক্তি মালাউন।

(২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরীদ করিতে থাকে। অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরিয়ত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তালিম ও শিক্ষা দিবে তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

(২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১, ২২, ২৩শে ফাল্গুন তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিস করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিংবা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ইয়া আইয়ুহাল লাযীনা আমানু কূ আনফুসাকুম অ আহ্ লিকুম নারা।—হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর। এই আয়াতের মর্ম অবলম্বনে, আমার বাড়ীতে দেশী-বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়া বহু আলেম-ওলামা, হাফেয কারী কর্তৃক ওয়াজ নসিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরিয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মসলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মহফিলে থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লন। এই মহফিলে প্রত্যহ ২৫/৩০ হাজার লোক হাজির থাকে। ঐ তিনদিনের একদিন ৬০/৭০ খতম কোরআন শরিফ, সুরা এখলাস ও ফাতেহা কলেমা ইত্যাদি পড়ান হয়, এই সমস্তের সওয়াব হজরত নবী (সঃ) এবং যাবতীয় অলি-আওলিয়া, গওস, কুতুব ও যাবতীয় মোসলমানের রুহের উপর সওয়াব রেসানি করা হয়। এইজন্য এই মহফিলের নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেহ এই মহফিলকে (প্রচলিত) ওরোস বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মহফিল যাহাতে আল্লাহ কায়েম রাখেন, তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ, খলিফাগণ ও মুরীদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহারও বাড়ীতে এইরূপ মহফিল করিতে কাহারো শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান! কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোনরূপ মান

মর্য্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হেদায়েতের নিয়েতে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মহফিলে কোন প্রকার বেদয়াত ও হারাম কার্য বা নামাজের জামায়াত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া ওরস ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমনকি জামায়াতে নামাজ পড়া হয় না, তথায় মেয়েলোকে যায়, তাহারা হলকা করে ও বেপর্দা চলে, উহা হারাম, ঐরূপ মজলিসে কেহ যাইবেন না, যেরূপ সুরেশ্বর, মাইজভাণ্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবের ওরস করা বেদয়াত ও হারাম।

(২৮) এমন (স্থানে) জলি জেকর করিবেন না যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, কোরআন শরীফ ও নামাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

(২৯) জোয়াল্লিন ও দোয়াল্লিন সম্বন্ধে যে স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মোহাক্কেল আলেমগণ যেরূপ দোয়াল্লিন পড়েন আমিও তদ্রুপ পড়ি, দাল, জাল দ্বারা পড়িলে নামাজে ফতুরি আসিবে কিন্তু যে ব্যক্তি চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখজের আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

(৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবেন না ও জুলুম করিবেন না।

(৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরিয়তে কোন বাধা নাই। ইহা হজরত আদম (আঃ) এর সুন্নত হইতেছে। এই নাড়িকাটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলে, হজরত আদম (আঃ)-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৩২) কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোস্ত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে, উহা কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রাণী জবেহ করিতে ও খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কোরআন শরীফের বিপরীত কার্যকারী। কাজেই তাহারা বেঈমান।

(৩৩) হানাফী, মালেকী, হাম্বলী, শাফেয়ী এই চারি মজহাবের কোন মজহাবকে এহানাত করিবেন না। আমি হানাফি, আমার মুরিদগণও হানাফী।

শিয়া, রাফিজী, খারিজী ইত্যাদিদের আকিদা বাতিল ও হারাম। চার মজহাব নহে, চারের মজহাব। চারের মজহাবই হাদিস, কোরআন ও ফেকাহ শরীফ হইতেছে। ফেকাহ শরীফ, কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের অনুবাদ (তরজমা) মাত্র। যাহা কোরআন শরীফে ও হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে নাই, তাহারই খোলাসা (মূলমর্ম) ফেকাহ হইতেছে। অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহানাত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে। কেননা ইহাতে কোরআন শরিফ ও হাদিস শরিফকে অবজ্ঞা করা হয়। নবী সাহেবের জমানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই আহলে হাদিস ওয়াল কোরআন হইতেছে। যে আহলে হাদিস ওয়াল কোরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

(৩৪) মিলাদ শরীফে কেয়াম করা মোস্তহ্সান। যদি কেহ মৌলুদ পাঠকালে কেয়াম করে, তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তাওল্লুদ শরিফ পড়ে, তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহসান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কেয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কেয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহবা দাঁড়ায়, ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন কিন্তু কেয়াম মোস্তাহসান সুন্নতে উম্মত।

সুন্নত তিন প্রকার ঃ (১) সুন্নাতে নবাবী (২) সুন্নাতে সাহাবী (৩) সুন্নাতে উম্মত।

(৩৫) এলমে-গায়েব আল্লাহ তায়ালা হজরত নবী (সঃ)-কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন, গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হজরত (সঃ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এল্মে হুসুলি বলে।

(৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি সুন্নত লেবাসকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বে-ঈমান হইবে, যেহেতু হজরত (সঃ) এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হজরত (সঃ) কে অবজ্ঞা করা হয়। হজরত (সঃ) কে যে অবজ্ঞা করে সে কাফের হইবে।

(৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরিদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যায়, বেশরা হয় বা দূর দেশবাসী হয়, আর তাহার নিকট যাইতে অক্ষম হয়, তবে অন্য কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তালিম পাইতে পারিবেন কিন্তু ভাল

পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে ঈমান যাইবার আশঙ্কা আছে।

(৩৮) আমার মুরিদ ও মোতাকেদদিগকে ও সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শরিয়ত মোতাবেক আলেম কিংবা কামেল হন, তবে তাঁহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। যদি কোন আলেম বা ওয়ায়েজ, ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ ও রসুলের প্রশংসা উপলক্ষ্যে মসনবিয়ে রুমি ইত্যাদি এল্‌মে-মুসিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহ পড়ে, তবে তাহার মাহফিলে যাইবেন না। গেলে গোনাহ্‌গার হইবেন, যদি কেহ গিয়া থাকে, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসা।

(৩৯) আমি আলেম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহব্বত ও তাজিম করিয়া থাকি। আপনারাও তাজিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলেম ও সাধারণ লোক শরিয়ত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিলে আল্লাহতায়ালা ও হজরত (সঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেস।

(৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন। স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন। যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌।

(৪১) মাদ্রাসার তালেবোল-এল্‌ম্‌দিগকে যথাশক্তি, জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুণ্ডনকারী, এলবার্ট রাখা ও হুক্কা-বিড়িখোর তালেবোল এল্‌ম্‌ রাখিবেন না। পরহেজগার নামাজী তালেবোল-এল্‌ম্‌ রাখিবেন। শিক্ষকদিগকেও পরহেজগারী অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

(৪২) আমার খলিফা ও মুরিদগণের মধ্যে হাজার হাজার আলেম, হাফেজ, কারী আছেন। তাঁহারা আমার আদেশে বহু কেতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপাইতেছেন। আমি সকলের কেতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারো কেতাবে শরিয়তের কোন খিলাফ মত লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা আমল করিবেন না বরং তাঁহার সংশোধনের জন্য তাঁহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

৪৩) এল্‌ম্‌ দুই প্রকার। এল্‌মে-জাহের ও এল্‌মে-বাতেন। এল্‌মে-জাহের শরিয়ত, কোরান শরীফ ও হাদিস শরীফ এবং ফেকাহ শরীফ ইত্যাদি।

শরিয়ত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মারেফাত, হাকিকত হইতে পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরিয়ত ছাড়িয়া যাহারা মারেফাত আমল করে তাহারা ফাসেক। শরিয়ত অনুযায়ী তরিকত, মারেফত এবং হাকিকত শিক্ষা করা ফরয। যাহারা তরিকত আমল না করে তাহারা ফাসেক। যাহারা সত্য তরিকত, মারেফত ও হাকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।

(৪৪) কদমবুসি জায়েয আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তাজিমের জন্য চুম্বন করা বেদয়াতে জায়েয। মুখ দিয়া কদমবুসি করা সুন্নত। যদি পীর উপরে থাকেন, আর কদমবুসি করে, তবে জায়েয হইবে।

(৪৫) আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কাহাকেও এবাদতের সেজদা করা কোফর। তাহিয়াতের সেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে তাহারা কাফের। নবী (সঃ) এর জামানার পূর্বে রুকুর নাম সেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেন কেহ সালাম দিবার কালেও পূর্ব জামানার সেজদার ন্যায় মাথা নত না করে। যাহারা বর্তমানে তাহইয়াতের (তাজিমের) সেজদা হালাল জানিয়া করিয়াও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

(৪৬) মোরগ বা মুরগী বাঁধিয়া খাওয়া সুন্নত। হজরত (সঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন। আমিও আমার মোতাকেদ ও সর্বসাধারণ ভাইদিগকে ঐ আদেশ করি। জাল্লালা (ছাড়িয়া রাখা) মোরগ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তাহরিমি।

(৪৭) হজরত (সঃ) শেষ নবী, তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী।

(৪৮) বর্তমানে একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বাগদাদী সেজদা করে, তাহারা উত্তরদিকে সেজদা করিয়া পীর সাহেব, পীর সাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েয জানিলে, বেদীন হইতে হয়।

(৪৯) পীর খান্দানই যে কেবল পীর হইবে, এমত কথা কোন কেতাবে নাই। যিনি শরিয়ত ও মারেফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউক না কেন।

(৫০) আমার মুরীদ-মোতাকেদ্গণ, আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফাসমূহ ও মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। মিথ্যা কথা বলিবেন না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। পর্দাপুশিদা মতে চলিবেন, সুদ ও ঘুষ খাইবেন না ও

হারাম মাল খাইবেন না, হারাম কার্য—যেমন গান-বাজনা করিবেন না ও উহা শুনিবেন না। ঐ সকল হইতে পরহেজ না করিলে, কলব বন্ধ হইয়া যাইবে। মারেফাতের কোন স্বাদ পাইবেন না। শরিয়তের খেলাফ বলিয়া দাবী করিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। আমি ঐরূপ মুরীদ ও খলিফা চাহি না, তাহাদের নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না।

(৫১) কেহ শেরেক গোনাহ করিবেন না। যেমন—হিন্দুর পূজায় ভেট দেওয়া, পাঁঠা, কলা, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করা, দিকশূল, শনি, রবিবার মানিতে নাই। কাহারও মাল হারাইয়া গেলে গণক বাড়ী গণাইতে যাইবেন না। ধান-চাউলকে মা-লক্ষ্মী বলিবেন না। দোয়া করি, আল্লাহতায়ালা মোসলমান ভাই-ভগ্নীদের ঈমান কায়েম রাখেন।

(৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি। অমুসলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল, কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম। যেমন—গোবর, চোনা ইত্যাদি।

(৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবেন না। জামাতার সহিত কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নীদিগকে আটক রাখিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

(৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবেন নচেৎ গোনাহগার হইবেন।

(৫৫) কেহ হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তাহরিমি। মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ ও নেশার দ্রব্য সকল হারাম।

(৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান করিবেন না। করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদ্দোয়া প্রাপ্ত হইবেন। যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

(৫৭) বৃদ্ধ পিতামাতার খেদমত করিবেন। তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।

(৫৮) টকি, বাইস্কোপ, থিয়েটার, নাচ, গান, বাজনা ও কাওয়ালীর মজলিস হারাম। খবরদার ঐ স্থানে যাইবেন না।

(৫৯) কিস্তি টুপি আমি পছন্দ করি না। হজরত নবী (সঃ) গোলটুপি ব্যবহার করিতেন।

(৬০) হারাম মাল বা হারাম চাকরীর হাদীয়া গ্রহণ করিয়া কেহ কখনও পীর ফকির হইতে পারে না। কারণ হারাম খাইলে হৃদয় অন্ধকার হইয়া যায়। যে নিজে অন্ধ সে অপরকে কি প্রকারে পথ দেখাইবে।

(৬১) শবে-বরাতে বা বিবাহে বোম ফুটান, বাজী পোড়ান ও কলেরগান ইত্যাদি নাজায়েয, হারাম। সাবধান ফজুল খরচ করিবেন না।

(৬২) হামজাত আমল দুরস্ত নহে।

(৬৩) মিথ্যা সৈয়দ দাবী হারাম।

(৬৪) কবর ধোয়ানো নিষেধ ও কবর ধোয়া পানি পান করা হারাম।

(৬৫) মহরমের তাজিয়া বাহির করা হারাম ইহা হইতে সাবধান থাকিবেন।

(৬৬) খাঁটি শরীয়ত পন্থি পীর অলীদিগকে সর্বদা ভালবাসিবেন।

(৬৭) সাংসারিক ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবেন যাহা উপার্জন করিবেন, তিনভাগ করিবেন, একভাগ জমা রাখিবেন, একভাগ খয়রাত করিবেন, একভাগ সংসার খরচ করিবেন।

(৬৮) তাকওয়া ও পরহেজগারী যথাসাধ্য করিবেন। জিকির মুরাকাবা সকাল সন্ধ্যায় ঠিক রাখিবেন। আমার নিকট হইতে যাহারা বাতেনী শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা নিয়মিত আমল করিবেন।

(৬৯) জুম্‌য়ার খুতবার সময় আজানের পর ও নামাজের আজানের পর হাত উঠাইয়া দোওয়া চাহিবে, ইহা সুন্নাত।

(৭০) আধুনিক দুনিয়ার হাওয়ায় মাতিবেন না। দ্বীন বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন, নচেৎ মরণের পর বিপদ হইবে।

ওছীয়ত নামা—(১)

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হযরত আদম আলায়হিছ ছালাতো ওয়াস ছালামের আওলাদ মানুষকে আশ্‌রাফুল-মখ্‌লুকাত করিয়া পয়দা করিয়াছেন। আক্কেল, বুদ্ধি-বিবেক প্রভৃতি কুওত এনায়েত করিয়া তাহাদিগের দুনিয়া আখেরাতের প্রত্যেক প্রকার খায়রিয়তের জন্য দ্বীন ইসলামকে নির্দিষ্ট করিয়া এর্‌শাদ করিয়াছেন,—

ان الدّين عند الله الاسلام

"বেশক্ দ্বীন-ইসলামই আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত।"

হযরত আদম ছফীউল্লাহ (আঃ) হইতে প্রত্যেক পয়গম্বর-নবী দ্বীন ইসলামের পা-বন্দ থাকিয়া তাহা জারি করিয়া গিয়াছেন। ছাইয়েদুল আম্বিয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোয্‌তবা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী এবং তাঁহার নিকট শেষ কেতাব কোরআন মজীদ ফোরকান হামীদ নাজেল করিয়া দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্বে ইসলাম পূর্ণ নাজেল হয় নাই। ইহার পর আর কোন নবী বা পয়গম্বর হইবে না কিংবা কোন কেতাব নাজেল হইবে না। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী এবং কালামে এলাহী কোরআন মজীদ শেষ কেতাব।

আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)-কে কামেল করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত (ওহি নাজেল) সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলাম পছন্দ করিলাম।" এই আয়াতে ইসলামের পূর্ণ হওয়া, কোরআন শরীফের পরে আর কোন ওহী নাজেল না হওয়ার এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য দ্বীন-ইসলামকে মনোনীত করিবার স্পষ্ট সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। খোদাতা'লা বলিয়াছেন—

محمد رسول الله "মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।"

আল্লাহতা'লা আরও বলিয়াছেন,–

رسول الله و خاتم النبيين "আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহতা'লা সমস্ত মখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এনায়েত করিয়াছেন, তাঁহার ফজিলত অন্যের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তা'বেদার। কোরআন শরীফে আছে,—

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد۔

"বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় মখলুক ব্যতীত নহি, আমার নিকট ওহী নাজেল করা হইয়াছে; একমাত্র মা'বুদ আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেহ মা'বুদ নাই।"

যাহাতে কেহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহতা'লার সহিত কোন প্রকার শরীক না করে, তাহার জন্যই খোদাতা'লা উক্ত আয়াত নাজেল করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা কাহারও মেছেল নহেন, তিনি বে-মেছেল—অতুলনীয়। কোরআন শরীফে আছে,—

ليس كمثله شئى

"কোনও কিছু তাঁহার মত নহে।" আল্লাহর বান্দা হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেহ সীমা অতিক্রম করিয়া তা'রীফ না করে, এজন্য হাদীস শরীফে হযরত ফরমাইয়াছেন,—

لا تطرونى كما اطرى عيسى قولوا عبد الله و رسوله۔

"তোমরা আমাকে এরূপ তা'রীফ করিও না, যেরূপ (গোমরাহ্ দল) ঈছা (আঃ)-কে তা'রীফ করিয়াছে (অর্থাৎ তাহাকে খোদার বেটা প্রভৃতি বানাইয়াছে); তোমরা (আমাকে) বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসুল।" পেশওয়ায়ে আম্বিয়া, শেষ নবী হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন,—

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله۔

"হে নবী, আমি আপনাকে শাহাদত প্রদান, খোশ-খবর জ্ঞাপন, ভয় প্রদর্শন এবং আল্লাহতা'লার দিকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়াছি।"

আল্লাহর অহ্‌দানিয়াত (একত্ব) রাসুলের রেসালতের শাহাদত যথা—

لا اله الا الله محمد رسول الله۔

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই, মোহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله۔

আশ্‌হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়া আশহাদ আন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল।"

পেয়ারা হাবীবে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহতা'য়ালার কালাম অনুসারে মানুষদিগকে শাহাদত প্রভৃতি শুনাইয়া আল্লাহর দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই দাওয়াতে-ইসলামের মূল বস্তু—কোরআন শরীফ। যাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা এরশাদ করিয়াছেন—

كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔

"মানুষদিগকে (কুফরীর) অন্ধকার হইতে (ইসলামের) নূরের দিকে বাহির করিবার জন্য আপনার নিকট কেতাব নাজেল করিয়াছি।" আল্লাহর কালাম কোরআন্ শরীফে কুফরী, গোনাহ, জেহাল, তনজ্জলি প্রভৃতি প্রত্যেক প্রকার জোলমাত হইতে মানুষদিগকে ঈমান, নেকী, এলেম, তরক্কী প্রভৃতির নূরের দিকে আনিবার পূর্ণ ব্যবস্থা মৌজুদ রহিয়াছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের দো-জাহানের খায়রিয়াতের জন্য সমস্ত জেন্দেগানী যেরূপ অসাধারণ চেষ্টা করিয়া আল্লাহর কেতাব জারী করিয়াছেন; হক্ জাহের করিবার জন্য তিনি যেরূপ ভাবে গায়ের-ইসলামের নিকট হইতে জুলুম-ছেতম্ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! এত কষ্ট, এত অত্যাচার সমস্তই তিনি নীরবে বরদাশত করিয়া আল্লাহর দরবারে তাহাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করিতেন। হাদীছ শরীফে আছে—কাফেরদিগের জুলুমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেহায়েত বে-কারার হইয়া পড়িবার পর ছাহাবা (রাঃ) গণ বলিয়াছিলেন—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কাফেরদিগের জন্য লা'নত বদ্-দোয়া করুন। এতদুত্তরে হযরত ফরমাইয়াছিলেন—

انی لم ابعث لعنا و انما بعثت رحمة۔

আমি লা'নত ও বদ্-দোয়া করিবার জন্য মবয়ুছ (প্রেরিত) হই নাই, বরং আমি রহমত স্বরূপ মবয়ুছ হইয়াছি।" আর এক হাদীছে আছে—

ضربت قومه فادموه و هو يمسح الدم و يقول اللهم اغفر لقومى

فانهم لا يعلمون۔

"তাঁহার কওম তাঁহাকে প্রহার করিয়া রক্তাক্ত করিয়াছিল, তিনি সেই খুন মুছিতেন আর বলিতেন, হে আল্লাহ! আমার কওমকে মাফ করুন, তাহারা বুঝিতে পারে নাই।" রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইরূপ বহু জুলুম-ছেতম্ সহ্য করিয়া আল্লাহর পথে সকলকে দাওয়াত করিতেন। মখ্লুকের জন্য আল্লাহ তা'লার খাছ এনায়েত নবী হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কেতাবুম্মোবীন্ কোরআন্ মজীদের আহ্কাম মত আমল করাই মানুষের সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ, দুঃখ-মছিবত এবং তনজ্জলি হইতে নাজাত পাইবার একমাত্র সরল পথ। কোরআন পাকে খোদাতা'লা এরশাদ করিয়াছেন—

وان هذا صراطى مسقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله -

"ইহাই আমার সরল পথ, তোমরা ইহার তাবেদারী কর এবং অন্যান্য পথের তাবেদারী করিও না, কেননা তাহা তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে গোমরাহ করিয়া দিবে।"

আল্লাহতা'লা আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ—

ما اتكم الرسول فخذوه ومانهكم عنه فانتهوا -

"তোমাদিগকে রাসুল যাহা দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দাও।" হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হজ্জাতুল বেদা' অর্থাৎ শেষ হজ্জে যাইয়া ফরমাইয়াছিলেন, আমার মনে হইতেছে, এই আমার শেষ হজ্জ। আয়েন্দা বৎসর বোধহয় আর তোমাদের সহিত হজ্জ করিতে আসিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া ছাহাবাগণ বে-কারার হইয়া আরজ করিয়াছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যখন আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তখন আমরা কাহার হুকুম অনুযায়ী আমল করিব, গোমরাহি হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন,—

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتب الله وسنة رسوله -

"আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কোরআন এবং তাঁহার রাসুলের ছুন্নত রাখিয়া যাইতেছি, যাহারা তাহা মজবুত করিয়া ধরিবে, কিছুতেই তাহারা গোমরাহ হইবে না।" কোরআন ও হাদীছের যাবতীয় আহ্কাম অনুসারে আমল করিয়া মোছলমানগণ প্রত্যেক প্রকার গোম্রাহি ও তনজ্জলি হইতে নাজাত পাইয়াছিলেন।

যে সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন-হাদীছের এশায়াত করিয়াছেন, সে সময় আরব ও সমস্ত দুনিয়া শেরক-কুফর, অত্যাচার-জুলুম, খুন-ডাকাতি, বে-পর্দা, জেনা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, নেশা-পান, কলহ ফাছাদ প্রভৃতি অন্যায় কাজে ভরপুর ছিল। কোরআন হাদীছের পূর্ণ আমল তাহাদিগকে গায়রুল্লাহর এমদাদ, শেরক-কুফরী হইতে নাজাত দিয়াছিল; এক আল্লাহর এবাদত বন্দেগী এবং কেবলমাত্র তাঁহারই তাঈদ ও মদদ-তলবকারী বানাইয়াছিল। মোছলমানগণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহার নিকট ছের নোয়াইতে পারে না, এই তালিম দিয়া তাহাদিগকে গায়রুল্লাহর নিকটে মাথা নীচু করা হইতে রেহাই দিয়াছিল। বে-পর্দা হইতে তাঁহাদিগকে হায়া ও পর্দার মধ্যে আনিয়াছিল। চুরি-ডাকাতি, ঘুষ, নেশা-পান প্রভৃতি হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়াছিল। সুদ জুয়া প্রভৃতি হারাম রুজী হইতে উদ্ধার করিয়া হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য শিখাইয়া অগাধ মাল-দৌলতের মালিক করিয়া দিয়াছিল। মোটকথা, কোরআন-হাদীছ তাহাদিগকে দো-জাহানের সর্বপ্রকার অবনতি ও গোম্‌রাহি হইতে বাঁচাইয়া প্রত্যেক প্রকার তরক্কী ও হেদায়েতের দিকে লইয়া গিয়াছিল। যে কোরআন-হাদীছ মোছলমানকে যথার্থ ইনছানিয়াত তরক্কী এনায়েত করিয়াছিল, ঠিক সেই কোরআন হাদীছ আজও মৌজুদ রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কায়েম থাকিবে। কাদেরে-মৎলক, লা-জওয়াল্ আল্লাহ্‌তা'লার পাক কালাম কোরআন শরীফের 'কুওয়াতে আমেলা' (কার্য্যকরী শক্তি) হামেশার জন্য কায়েম রহিয়াছে এবং থাকিবে। কোরআন হাদীছ নষ্ট হয় নাই কিংবা তাহা পচিয়া যায় নাই—নষ্ট হইয়াছে ও পচিয়া গিয়াছে বর্তমান জামানার মোছলমানগণের আমল। সেইজন্যই তাহাদের ঘোর তনজ্জলি ও গোম্‌রাহি উপস্থিত হইয়াছে। যাহা ধরিয়া তাহাদের তরক্কী হইয়াছিল, তাহাই ছাড়িয়া আজ তনজ্জলি হইতেছে।

আল্লাহ্‌র কালাম কোরআন শরীফ এবং রাসুলের হাদীছ শরীফ অনুসারে আমল করিয়া আল্লাহর মলুকে আল্লাহর বান্দা তরক্কী হাছেল করিতে পারিবে না যাহারা বলে, আল্লাহ্ ও রাসুলের উপর তাহাদের ঈমান কায়েম আছে বলিয়া মনে হয় না। আহকামে-এলাহী ও ছুন্নাতে-নব্বী দো-জাহানের একমাত্র উন্নতির-পথ। ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, আহকামে এলাহী ও ছুন্নাতে-নব্বী অনুসারে প্রত্যেক আমল করিয়া ছাহাবা, তাবেয়ী-তাবা-তাবেয়ীন প্রভৃতি বোজর্গানে দ্বীন (রেদ্বওয়ানাল্লাহে আলায়হিম্ আজমায়ীন্) সবদিক দিয়া কিরূপ তরক্কী হাছেল করিয়াছিলেন এবং তাহাদের খোশনাম দুনিয়ায় চির-জেন্দা রহিয়াছে। খোদা ও

রাসুলের আহ্কাম পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান জামানার মোছলমানগণ তনজ্জুলি ও বদ্নামিতে গেরেফ্তার হইয়াছে। কোরআন শরীফে আল্লাহতা'লা এরশাদ করিয়াছেন ঃ-

افتؤمنون الخ-

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্র কেতাবের কতকাংশের উপর ঈমান আনে এবং কতকাংশ অমান্য করে, দুনিয়াতে তাহাদের তনজ্জুলি, সরমেন্দেগী প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তি এবং আখেরাতে কঠিন আজাব বদ্লা স্বরূপ দেওয়া হইবে।"

বর্তমানে অধিকাংশ মোছলমান আল্লাহ্র কেতাবের পুরাপুরি আমল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের যে কথা তাহাদের মন মত হয়—তাহারা তাহাই মান্য করেন এবং যাহা তাহাদের পছন্দ হয় না তাহা পরিত্যাগ করেন। আবার কেহ কেহ শরা-শরীয়তকে একেবারেই বাদ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সমস্ত কারণের জন্যই মোছলমানের দ্বীন দুনিয়ার ঘোর অবনতি এবং দুর্দশা হইতেছে। প্রত্যেক প্রকার তনজ্জুলি ও খারাবি হইতে প্রকৃত রেহাই পাইবার একমাত্র উপায়—কোরআন-হাদীছের পুরাপুরি আমল অর্থাৎ ইসলামী শরা শরীয়তের পূর্ণ তা'বেদারী করা।

আল্লাহ্তা'লা কোরআন শরীফে হুকুম করিয়াছেন,—

ادخلوا فى السلم كافة-

"দ্বীন ইসলামের মধ্যে পুরাপুরি দাখেল হও।" দো-জাহানের প্রকৃত তরক্কী হাছেল করিতে হইলে পুরাপুরি মোছলমান হইতে হইবে অর্থাৎ কোরআন হাদীছ এবং তদানুযায়ী কেতাব অর্থাৎ ফেকাহ্, আকায়েদ প্রভৃতি শরীয়ত-সঙ্গত কেতাব মোতাবেক সমস্ত আমল করিতে হইবে। এই সমস্তের খেলাফ যাহা কিছু তৎসমুদয় হইতে তওবা করিয়া, খাঁটি মোছলমান হইতে হইবে।

(শরীয়তে এসলাম পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ-৭ম সংখ্যা, ১৬২-৬৬ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(২)

আল্লাহ্ জাল্লাশা'নুহু কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন,—

اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم-

"আল্লাহ্‌র তা'বেদারী কর, রাসুলের তা'বেদারী কর এবং তোমাদের মধ্যে ছাহেবে-হুকুমতের তা'বেদারী কর।"

আল্লাহর তা'বেদারী কর অর্থাৎ আল্লাহর কোরআন-মজীদ ফোরকান-হামীদের আহকাম অনুসারে যাবতীয় আমল কর; কোরআন শরীফের খেলাফ যাহা তাহার আমল করিও না।

রাসুলের তা'বেদারী কর অর্থাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছুন্নতের তা'বেদারী কর; হাদীছের খেলাফ আমল করিও না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ কোন হুকুম করিতেন না। তাঁহার সমস্ত হুকুম আল্লাহ্‌র হুকুমের মোতাবেক। কাজেই রাসুলের তা'বেদারী করিলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র হুকুমের তা'বেদারী করা হয়। কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা ফরমাইয়াছেন,—

قل ان كنتم تحبون الله الخ-

"(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে মহব্বৎ করিতে চাও তবে আমার (রাসুলের) তা'বেদারী কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের গুনাহ মাফ করিবেন।"

রাসুলের ছুন্নতের মোতাবেক হওয়া মোছলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা ও হুকুম করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটাই দর্শন, বিজ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। হযরতের হুকুম পরিত্যাগ করিয়া তাহার খেলাফ আমল করিলে প্রকৃত তরক্কী ও নাজাত হাছেল হইতেই পারে না।

آنکس که سر مطابع رائے توقد نحا آنکه امر تو ورزید قد هلاك-

"হে রাসুল! যে ব্যক্তি আপনার হুকুম মত চলিল, সে নাজাত পাইল এবং যে আপনার খেলাফ চলিল সে ধ্বংস হইল।"

আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসুলের হুকুম অনুসারে যাহারা হুকুম করেন, তাহাদের সেই হুকুমের তা'বেদারী করিতে হইবে। মজ্‌হাবের ইমাম, তরিকতের পীর, আলেম প্রভৃতি বোজর্গানে-দ্বীন এবং মোছলমান বাদশাহ্ কোরআন-হাদীছ মোতাবেক যে হুকুম করেন, তাহার তা'বেদারী করা শরীয়তের হুকুম। মজ্‌হাবের ইমামগণ কোরআন-হাদীছ হইতে

মছলা বাহির করিয়াছেন, সুতরাং তদানুযায়ী আমল করিতে হইবে। ফেকাহের কেতাবে কোরআন-হাদীছ হইতে মছলা সমূহ এছতেম্বাৎ (বাহির) করা হইয়াছে, কাজেই তাহার আমল করিতে হইবে। আমরা হানাফী মায্হাব-অবলম্বী, অতএব আমাদিগকে হানাফী ফেক্হার মছলা মোতাবেক আমল করিতে হইবে। কোরআন-হাদীছের খেলাফ কোন মছলা হইলে তাহা আমল করা যাইতে পারে না—উহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সাহেবের কওল।

শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মা'রেফাত পরস্পর পৃথক নহে; শরীয়ত মূল এবং তরিকত, হকিকত, মারেফাত উহার অন্তর্ভুক্ত। যে তরিকত, হকিকত, মারেফাতের সহিত শরীয়তের অর্থাৎ কোরআন-হাদীছ, এজ্মা কেয়াছের মিল নাই—উহা ইসলামের খেলাফ; এবং কোন মোছলমান তাহার আমল করিতে পারে না। তরিকতের পীরগণের যে সমস্ত কওল্ কোরআন-হাদীছ মোতাবেক, তৎসমূদয়ের আমল করিতে হইবে। যদি কোন পীরের কওল্ শরীয়তের খেলাফ হয়, অর্থাৎ সেই কওলের বিরুদ্ধে শরীয়ত সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহার আমল করা জায়েজ নহে।

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق-

এই হাদীছে আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ কাহারও হুকুমের তা'বেদারী করা না-জায়েজ বলিয়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম করিয়াছেন। পীর কিম্বা যে কেহ কোরআন-হাদীছের খেলাফ কোন কথা বলিলে বা কোন রেছমের প্রচলন করিলে, মোছলমানগণ তদানুযায়ী আমল করিতে পারে না—উক্ত কথা বা রেছম্ না-জায়েজ ও বাতিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,—

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهورد-

'যে কেহ এই দ্বীনের মধ্যে এরূপ নতুন কার্য্য বা কথার সৃষ্টি করিল যাহার দলিল উহাতে নাই, তাহা বাতিল।'

পীরগণ নবী নহেন, তাঁহারা নবীর উম্মত। নবীগণ আল্লাহ্ নহেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র বান্দা ও মখ্‌লুক। নবীকে আল্লাহতা'লার শরীক বা কোনও প্রকারে তাঁহার অংশী করা ইসলামের খেলাফ। হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্‌তা'লার অংশী করা কিম্বা 'আহাদ' ও 'আহ্‌মদ' এক বলা কখনও জায়েজ নহে, উহা ইসলামের খেলাফ। আল্লাহ্‌তা'লা খালেক এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মখ্‌লুক; আলআহ্‌তা'লা মা'বুদ এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার এবাদতকারী; আল্লাহতা'লা হুকুমকারী এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই হুকুমের পূর্ণ আমলকারী।

আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌, নবীকে নবী, ইমামকে ইমাম ও পীরকে পীর বলিয়া বিশ্বাস করা ইসলামের নিয়ম। নবীকে আল্লাহ্‌ অথবা পীরকে নবী বলা ইসলামের খেলাফ। ইমাম পীর আলেমগণ অরাছাতুল আম্বিয়া অর্থাৎ নায়েবে-নবী। হযরত আবুবকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওছমান গণি, হযরত আলী রাদ্বী আল্লাহুতা'লা আন্‌হুম্‌, হযরত নবী করীম (সঃ) এর উম্মত এবং ছাহাবা। তাঁহারাও কেহই নবী নহেন।

আওলিয়াদিগকে বেলায়েতের দর্জায়, ছাহাবাদিগকে ছাহাবার দর্জায়, নবীদিগকে নবীর দর্জায় এবং আল্লাহতা'লাকে উলুহিয়াতের দর্জায় রাখিতে হইবে।

হযরত রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

لانبی بعدی

"আমার পরে আর কেহ নবী হইবে না।"

سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله انا ختم النبیین-

"আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী লোক নিজেকে আল্লাহর নবী বলিয়া দাবী করিবে, কিন্তু আমি নবীদিগের শেষ।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যদি কেহ মোস্তাকাল (স্বাধীন) কিম্বা মা-তাহত (অধীনস্থ) অথবা যে কোন প্রকারের নবী হইবার দাবী করে, তবে তাহা ঘোর মিথ্যা ও ইসলামের খেলাফ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে রেসালাত ও নবুওত খতম হইয়া গিয়াছে। হাদীছ শরীফানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর ত্রিশজন নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিবে এবং তাহারা মিথ্যাবাদী। ইতিহাস হইতে জানা যায়, এইরূপ অনেক লোক ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং আয়েন্দাও হইতে পারে। মোছলমানগণ, এই সমস্ত মিথ্যাবাদী হইতে হুঁশিয়ার থাকিবেন। ইসলামের দলীলানুসারে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কেহ নবী হইবে না এবং কোরআন্‌ শরীফের পর আর কোন ওহী নাজেল হইবে না।

এবাদত, বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্যই মখছুছ (নির্দিষ্ট) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করা, কাহাকেও সেজদা করা জায়েজ নহে। শরীয়ত-সঙ্গত বোজর্গ লোক (পীর-মোর্শেদ, বাপ-মা, উস্তাদ, আলেম প্রভৃতি) দিগের কদমবুছি করা জায়েজ, কিন্তু তাহা যদি মাথা নীচু করিয়া রুকু অথবা সেজদার হালতে করিতে হয়, তবে তাহা জায়েজ হইবে না। পয়গাম্বর, পীর কিম্বা কাহারও কবর সেজদা, কবর-বোছা দেওয়া জায়েজ নহে। মোছলমানের পক্ষে মোছলমানের কবর জেয়ারত এবং ছওয়াব রেছানী করা জায়েয।

আওরত-মরদ সকলকে এলম শিখিবার জন্য আল্লাহ্‌ ও রাসুল কোরআন্‌-হাদীছে এরশাদ করিয়াছেন। আলেমদিগের তা'রীফ এবং দো-জাহানে তাঁহাদের ইজ্জত ও

তরক্কীর সম্বন্ধে খোদা ও রাসুল বহুবার বলিয়াছেন। আলেমদিগের নেহায়েত তক্লীফ সহ এশায়াতের ফলে ইসলাম কায়েম রহিয়াছে এবং আয়েন্দাও থাকিবে। মোছলমানগণ এলমে-দ্বীনের কদর ছাড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এল্‌মে-দ্বীনের চর্চা নাই বলিলেও হয়। এই এল্‌মে দ্বীনের অভাবে তাহারা খোদা-রাসুলকে চিনিতে, আহ্‌কামে শরীয়ত বুঝিতে এবং তদানুযায়ী আমল করিতে পারিতেছে না। দ্বীন-ইসলামকে বুঝিবার জন্য এল্‌মে দ্বীনের দরকার, দো-জাহানের তরক্কীর জন্য এল্‌মে দ্বীনের আবশ্যক, যথার্থ ইনছানিয়াত হাছেল করিবার জন্য এল্‌মে দ্বীন নেহায়েত জরুরী। এল্‌মে-দ্বীন এবং তাহার আমল ছাড়িয়া মোছলমানগণ সর্বদিক দিয়া তনজ্জলির দিকে ছুটিতেছে। হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ইসলাম জেন্দা রাখিবার জন্য এল্‌মে-দ্বীন শিখিবার সময় এন্তেকাল করেন, তাঁহার ও নবীদিগের মধ্যে বেহেশ্‌তে মাত্র একটি বিষয়ের প্রভেদ থাকিবে। অর্থাৎ নবুওয়তের দর্জ্জা হাছেল করিতে পারিবে না, ইহা ব্যতীত খোদাতা'লা তাঁহাকে অন্যান্য ইজ্জতসমূহ বখ্‌শেশ করিবেন।

যথার্থ তরক্কী ও প্রকৃত ইন্‌ছানিয়াত ইসলামের মধ্যেই আছে, সুতরাং ইসলামকে জেন্দা রাখিতে পারিলে ঐ সমস্তকেও নিশ্চয় জেন্দা রাখিতে পারা যায়। ইসলাম জেন্দা রাখিবার জন্য কোরআন-হাদীছ, তফছীর-ফেকাহ, ওছুল, আকায়েদ প্রভৃতির এল্‌ম নেহায়েত জরুরী; ইহা ব্যতীত ইসলামকে পুরাপুরিরূপে বুঝিতে কিম্বা উহা জেন্দা রাখিতে পারা সঙ্কটময়। উপরোক্ত বিষয়ের এল্‌ম তহছীল করিতে হইলে আরবী শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য মোছলমান মাত্রকেই দ্বীনের এল্‌ম—আরবী শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফারছী প্রভৃতি ভাষার দ্বারাও ইসলামের খেদমত এবং উহা জেন্দা রাখিতে পারা যায়, কিন্তু উহার মূলে আরবী শিক্ষার নেহায়েত জরুরত। কেননা আরবী না হইলে ইসলামকে "কামাহক্কোহু" (যথাযথরূপে) বুঝিতে পারা যাইবে না। আরবী না শিখিলে ইসলামের আহকাম-আরকান অন্য ভাষায় তর্জ্জমা করা সম্ভব হইবে না। দুনিয়াবী জরুরতের জন্যেও দেশীয় ভাষা বাংলা, রাজভাষা ইংরেজী খুব আবশ্যক।

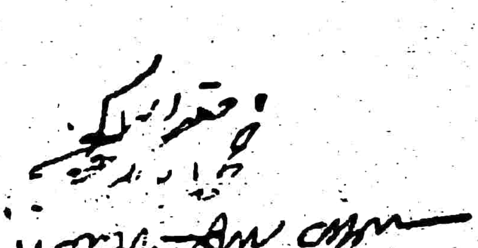
আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা করা ইসলামের নিকট না-জায়েজ নহে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানায় এবরানী ভাষা শিখিবার জন্য তিনি তাঁহার ছাহাবাকে হুকুম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু দলিলে জানা যায় যে, আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা শিক্ষা করা খেলাফে শরা নহে। বর্তমানে যে নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম অনুসারে মক্তব-মাদ্রাছার নিয়ম হইয়াছে, মোছলমানদিগকে উহার যে কোন এক স্কীম অনুসারে এল্‌ম তহছীল করা অবশ্য প্রয়োজন। নিউ স্কীমে আরবী, ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা আছে। একদল লোক নিউ স্কীম এবং অপর একদল ওল্ড স্কীম

অনুসারে তা'লীম পাইলে মোছলমানের দো-জাহানের তরক্কীর পথ পরিষ্কার হইবে। নিউ স্কীম অনুসারে উচ্চ শিক্ষা করিলে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল প্রভৃতি হেকমত শিক্ষা এবং সরকারী, বে-সরকারী চাকরী পাইবার উপায়, সঙ্গে সঙ্গে দ্বীন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় এল্‌ম হাছেল হইবে। ওল্ড স্কীম অনুসারে উচ্চ শিক্ষা করিলে কোরআন-হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ্‌, ওছুল প্রভৃতি বিষয়ে ভালরূপে অবগত হওয়া এবং উহাতেও চাকরী পাওয়া যাইবে। ওল্ড স্কীম, নিউ স্কীম উভয়ই মোছলমানের জন্য জরুরী।

মোছলমানের ছেলে-মেয়েকে প্রথম হইতেই পড়িবার জন্য মক্তব-মাদ্রাছায় দেওয়া একান্ত উচিত। মক্তব-মাদ্রাছা ছাড়িয়া স্কুল-পাঠশালায় দেওয়া উচিত নহে। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি তাহাদের 'এব্‌তেদায়ী তা'লীম' (প্রাথমিক শিক্ষা) নিজের কওমের দ্বারা শেষ করে। কেননা প্রথমে যে তা'লীম পাওয়া যায় তাহা এত মযবুত হয় যে, সহসা উহা দূরীভূত হয় না। এবতেদায়ী তা'লীম নিজের কওমের দ্বারা শেষ হলে কওমী তরিকাদি শিখিতে পারে এবং পরে উহা কওমী তরক্কীর জন্য খুব উপকারে আসে। এব্‌তেদায়ী তা'লীম মোছলমানের নিকট মক্তব-মাদ্রাছায় না হওয়ার জন্য বাংলার মোছলমানগণ তাহাদের কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চালচলনে গায়ের ইসলামের অনুকরণ করিতে মযবুত হইতেছে। বাংলার স্কুল-পাঠশালায় যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে মোছলমানের সন্তানগণ ইসলামী আকিদা, আল্‌ফাজ (শব্দ), আদব-কায়দা ও কওমী চালচলন প্রভৃতি কিছুই শিখিতে পারে না। বরং তাহাতে গায়ের ইসলামী তরিকার দিকে চালিত হইয়া দ্বীন-দুনিয়ার খারাবী করিতে থাকে।

মোছলমানের মেয়েদিগকে পর্দার সহিত আসা-যাওয়া করিবার ও মেয়ে ওস্তাদের দ্বারা পর্দার সহিত মাদ্রাছা-মক্তবে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে হইবে।

যাহাতে মোছলমানের ছেলে-মেয়ে ইসলামী তরীকার সহিত এল্‌ম তহ্‌ছীল করিতে পারে, তাহার জন্য নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীমের ব্যবস্থা হইয়াছে। গায়ের ইসলামী তরিকায় মোছলমানের তরক্কী নাই—মোছলমানের তরক্কী ইসলামের মধ্যে।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ-৮ম সংখ্যা, ১৬৯-১৭৩ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(৩)

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন পাকে এরশাদ করিয়াছেন—

انما المؤمنون اخوة الخ۔

'বেশক্ মোছলমানগণ ভাই, তোমরা তোমাদের ভাইদিগের মধ্যে ছোলেহ্ কর।'

যাহাতে মোছলমানের মধ্যে ঝগড়া-ফাছাদ না হয়, পরস্পর মিল-মহব্বত কায়েম থাকে, তাহার জন্য আল্লাহতা'লা এই হুকুম করিয়াছেন। আপোসের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, দলাদলি এবং হুছদবোগজ্ (দ্বেষ-হিংসা) কওমী-তনজ্জলীর বিশেষ কারণ। তাই আল্লাহ্‌তা'লা ফরমাইয়াছেন, মোছলমানগণ পরস্পর ভাই, তোমরা ভাইদের মধ্যে "ছোলেহ" কর।

কোরআন্ পাকে আরও এরশাদ আছে—ولا تنازعوا فتفشلوا الخ۔

'তোমরা ঝগড়া করিও না, কেননা তোমরা কমজোর হইয়া পড়িবে এব তোমাদের বাতাস (ইজ্জত-হুরমত) দূর হইয়া যাইবে।'

আপোসের মধ্যে ঝগড়া-ফাছাদের জন্য আমাদের কওম কম্‌জোর এবং 'ইজ্জত হোরমত' (মান-সম্ভ্রম) বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। যাহাতে ঝগড়া-ফাছাদ না হয় এবং ইত্তেফাকের সহিত তরক্কী হাছেল করিতে পারা যায়, তাহার জন্য আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন—

فان تنازعتم فی شئی الخ۔

'যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাক, তবে তাহা আল্লাহ্ ও রাসুলের দিকে ফিরাইয়া দাও।'

অর্থাৎ খোদা ও রাসুলের হুকুম মত তাহার ফয়ছালা (মীমাংসা) করিয়া লও। বর্তমানে মোছলমানগণ আল্লাহতা'লার হুকুম ভুলিয়া আপোসের মধ্যে ঝগড়া-ফাছাদ ও দলাদলি করিয়া তনজ্জলির দিকে চলিয়াছে, তাই তাহারা কম্‌জোর হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ইজ্জত-হোরমত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত তনজ্জলি হইতে নাজাত পাইবার একমাত্র পথ—আল্লাহ্ ও রাসুলের হুকুম অনুসারে সমস্ত ঝগড়া-ফাছাদ মীমাংসা করিয়া লইয়া আপোসের মধ্যে ছোলেহ্ করা। প্রত্যেক মোছলমানকে বিশেষ খেয়াল করা চাই, যাহাতে আপোসের মধ্যে কোন প্রকার ঝগ্‌ড়া-ফাছাদ, দলাদলি, দ্বেষ-হিংসা পয়দা না হয়। যদি কোনরূপে উহা হইয়া

থাকে, তবে তাহা শরীয়ত অনুসারে ফায়ছালা করিয়া লইতে এবং আহকামে এলাহীকে একসঙ্গে মযবুত করিয়া ধরিতে হইবে; তবেই দো-জাহানের তরক্কী ও নাজাত পাওয়া যাইবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা ফরমাইয়াছেন—

واعتصموا بحبل الله الخ -

'তোমরা আল্লাহ্‌র রশি একসঙ্গে মযবুত করিয়া ধর এবং পৃথক হইও না।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—

من سلک علی طریقی فهو الی -

'যে মোছলমান আমার তরীকা অনুযায়ী চলে, সে আমার আওলাদ (আওলাদুল্ কল্‌ব অর্থাৎ হৃদয়ের সন্তান)।'

যে মোছলমান 'মোত্তাবে ছুন্নত' অর্থাৎ হযরত রাসুলুল্লাহর ছুন্নতের খেলাফ কাজ করেন না, তিনিই হযরতের হৃদয়ের সন্তান। যে জাতি বা যে কোন লোক মোছলমান হইয়া হযরতের ছুন্নতের পা'বন্দ হইলেই তাঁহাকে রাসুলের কল্‌বী আওলাদ বলিতে হইবে। সে ব্যক্তি প্রত্যেক মোছলমানের ভাই এবং তাঁহাকে মোছলমানের সমাজ, জামায়াতে পুরাপুরি ভাবে লইতে হইবে। তাঁহার সহিত পূর্ণ ছোলেহ্ করিতে হইবে।

কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা ফরমাইয়াছেন—

ان اکرمکم الخ -

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খোদাতা'লাকে বেশী ভয় করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক ইজ্জতওয়ালা (সম্মানী)।"

যাহার মধ্যে 'খওফে-খোদা' (খোদার ভয়) নাই, মোত্তাবে ছুন্নত যে ব্যক্তি নহে, সে যত বড়ই ইজ্জতের দাবীদার হউক না কেন, খোদা ও রাসুলের হুকুম অনুসারে ইজ্জতের পাত্র নহে। ইজ্জত, বোজর্গী খোদা-ভীরু ও ছুন্নতের পা'বন্দদিগের জন্যই মখ্‌ছুছ্ (নির্দিষ্ট)। যিনি আল্লাহ্ ও রাসুলের হুকুম মত কাজ করিবেন তিনিই সম্মানী; আর যিনি তাহা করিবেন না, তিনি ইসলামের নিকট সম্মানী নহেন।

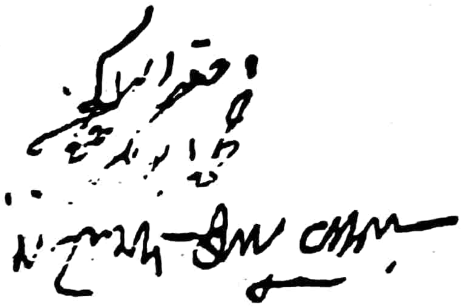
যে মোছলমান শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত তিনিই মোছলমানের ইমাম, পীর এবং নেতা হইবার যোগ্য। পীর, ইমাম কিংবা নেতা হইবার জন্য শরীয়তের পা'বন্দি হওয়া নেহায়েৎ জরুরী। পীরের ছেলে পীর অথবা ইমামের পুত্র ইমাম

হইবে এরূপ নিয়ম ইসলামের খেলাফ। যদি কেহ পীর অথবা ইমামের পুত্র হইয়া শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত না হন, তবে তিনি পীর অথবা ইমাম হইতে পারেন না। আর যদি কেহ পীর অথবা ইমামের পুত্র না হইয়াও মোত্তাকী আমেল অর্থাৎ শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত হন, তবে তিনিই পীর এবং ইমাম হইবার যোগ্য।

অনুপযুক্ত ইমাম ও পীরদিগের শরীয়তের খেলাফ কাজের জন্য মোছলমানের বহুত ক্ষতি হইতেছে। খেলাফে-শরা পীর, খেলাফে-শরা ইমাম, খেলাফে শরা আলেম, খেলাফে-শরা ওয়ায়েজ-বক্তা এবং খেলাফে শরা লেখকদের শরীয়তের খেলাফ কাজের জন্য মোছলেম সমাজ ছারেখারে (ধ্বংস হইয়া) যাইতে বসিয়াছে।

যাহারা শরীয়তের খেলাফ কাজ করেন, অর্থাৎ খোদা ও রাসুলের হুকুমের উপর পুরাপুরি আমল করেন না, তাহাদিগকে পীর, ইমাম, ওয়ায়েজ, বক্তা, নেতা কিংবা লেখক হইতে দেওয়া মোছলমানের পক্ষে আদৌ ছহিহ নহে। যদি শরীয়তের পূর্ণ আমলকারী হইয়া খোদা-রাসুলের হুকুম অনুসারে উপযুক্ত হন, তবে তাহারা এ সমস্ত ইজ্জতের যোগ্য হইবেন—নতুবা নহে।

শরীয়তের খেলাফ পীর, ইমাম ও আলেমের 'এত্তেবা' (অনুসরণ) করিয়া কিংবা কোরআন, হাদীছ, তাফছীর, আকায়েদ, ফেকাহ্ প্রভৃতি 'না-ওয়াকেফ' (অজ্ঞ) খেলাফে-শরা ওয়ায়েজের ওয়াজ, বক্তার বক্তৃতা এবং লেখকের লেখা অনুসারে আমল করিয়া দ্বীন ঈমান নষ্ট না করা প্রত্যেক মোছলমানের পক্ষে নেহায়েত আবশ্যক।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ-৯ম সংখ্যা, ১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(৪)

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—

فلا تطع المكذبين -

"মিথ্যাবাদীগণের তা'বেদারী করিও না।"

যাহারা মিথ্যাবাদী, না-হক পথের পথিক এবং যাহারা না-হক বিষয়ে পরামর্শ দেয়, তাহাদের তা'বেদারী করিতে অর্থাৎ তাহাদের কথামত চলিতে আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক মোছলমানকে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা ইহারা মানুষকে প্রকাশ্য নোকছানের (خسراً مبيناً) দিকে লইয়া যায় এবং তার ফলে তাহাদের দো-জাহানের সর্বনাশ হয়।

মিথ্যাবাদীর উপর খোদাতা'লার লা'নত। কোরআন শরীফে উহাদের ভয়ঙ্কর আজাবের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। ইহাদের ছোহবত (সংসর্গ) হইতে মোছলমানদিগকে দূরে থাকা নেহায়েত জরুরী; অন্যথায় তাহাদের ফেরেবে পড়িয়া দুনিয়া-আখেরাতের মহা সর্বনাশ করা হইবে।

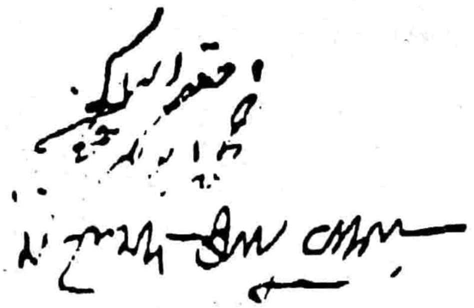
আজকাল ওয়ায়েজ-বক্তা ও আলেমদিগের মধ্যে বহু মিথ্যাবাদী বাহির হইয়াছে, তাহারা মোছলমানদিগকে গোম্‌রাহ করিয়া শয়তানের দল পুষ্ট ও জাহান্নামী করিতে খুব চেষ্টা করিতেছে। ইহারা কোরআন হাদীছের খোঁজ-খবর রাখে না, অথচ নিজদিগকে পীর, মৌলবী, মওলানা প্রভৃতি নামে পরিচয় দিয়া সাধারণকে গোমরাহীর দিকে লইয়া যাইতেছে। শরা-শরীয়ত, নামাজ-রোযা ইত্যাদির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ না-ওয়াকেফ্‌। মোটকথা, ইসলামের আহকাম আরকান সম্বন্ধে কোন কিছু না জানিয়া লোকদিগকে মিথ্যা ও ভুল মছলা বলিয়া গোমরাহ করে। এই শ্রেণীর বক্তারা সভায় যাইয়া মৌলবী মওলানা সাজিয়া ইসলামী শরিয়তের নামে অনবরত খেলাফে-শরা মত প্রচার করে। কোরআন হাদীছের মিথ্যা অর্থ বলিয়া জাহান্নামের পথ খোলাসা করে। গানবাদ্য জায়েয, সুদ হালাল, পর্দা পরিহার ইত্যাদি খেলাফে-শরা মত প্রচার করিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করে। অথচ ইহারা কোরআন শরীফটি পর্যন্ত ছহিহ করিয়া পড়িতে পারে না—আরবী এলেমের মোটেই ধার ধারে না।

একদল কংগ্রেসী লোক আছে, ইহারা নিজদিগকে মৌলবী-মওলানা বলিয়া পরিচয় দিয়া মোছলমানদিগকে মহা ধোকায় ফেলিতেছে। আসলে তাহারা আদৌ

কিছুই জানে না; কিন্তু কোরআন হাদীছের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া নিজেদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ এবং তাহাদের তা'বেদারদিগের জন্য জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করে। ইহারা ইহাদের স্বার্থ সাধনের জন্য খোদা-রাসুলের মোখালেফতী করিতে একটুকুও পিছপা নহে, মিথ্যা বলিতে ইহাদের মোটেই ভয় হয় না। সাধারণকে ধোকায় ফেলিয়া নিজের মতলব হাছেল করা ইহাদের প্রধান ব্যবসা। যাহাতে নিরীহ মোছলমানগণের দো-জাহানের তনজ্জলি হয়, ইহারা সেই চেষ্টাই করিয়া থাকে।

এইরূপ এক শ্রেণীর লেখক বাহির হইয়াছে, তাহারা কোরআন-হাদীছ, এল্মে শরীয়ত প্রভৃতি ভালরূপে অবগত না হইয়া নিজের মন মত ফতোয়া প্রদান করিয়া মোছলমানদের সর্বনাশ করিতেছে। না-জায়েজকে জায়েজ; হারামকে হালাল করিবার জন্য ইহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমস্ত লোকদিগকে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বলিয়া অভিহিত করিয়া মোছলমানদিগকে ইহাদের আক্রমণ হইতে সাবধান থাকিতে বলিয়াছেন। মোছলমানগণ খুব হুঁশিয়ার থাকিবেন যেন মিথ্যাবাদীর দল কাহাকেও মিথ্যার দিকে পরিচালিত করিয়া দো-জাহানের ক্ষতি করিতে না পারে।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ-১২শ সংখ্যা, ২৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(৫)

আল্লাহ্তা'লা কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—

واجتنبوا قول الزور —"তোমরা মিথ্যা কথা পরিত্যাগ কর।"

মোছলমানদিগকে প্রত্যেক প্রকার মিথ্যা হইতে পরহেজ থাকিবার জন্য খোদাতা'লা এই আয়াতে হুকুম করিতেছেন।

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন্ ইস্লাম কোন প্রকার মিথ্যাকে পছন্দ করে না। সমস্ত মিথ্যাই না-জায়েজ এবং কঠিন গোনাহ্র বিষয়। মিথ্যুকের উপর খোদাতা'লার লানত; রোজ-কেয়ামতে মিথ্যাবাদীগণ কঠিন আজাবে গেরেফ্তার হইবে; মিথ্যাবাদীর তা'বেদারী করা গোনাহর কাজ; কোরআন শরীফে এই সমস্ত হুকুম পরিষ্কার ভাবে আছে।

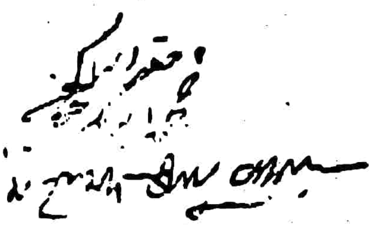
আল্লাহর হুকুম না মানিয়া যাহারা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা বিষয় দ্বারা তরক্কী লাভ করিতে চাহে, তাহারা নেহায়েত গোমরাহ্। কেননা মিথ্যা বিষয় তনজ্জলির পথ দেখাইয়া থাকে; ইহাতে যথার্থ তরক্কী হইতেই পারে না। কতক লোকে বলিয়া থাকে যে, দুনিয়ায় মিথ্যা না হইলে কোন কাজ করা চলে না, অতএব দুনিয়াদারীর জন্য মিথ্যা চাই। এরূপ কথা যাহারা বলে, তাহারা ঈমানদার কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কেননা তাহারা আল্লাহর কালামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই; যদি তাহারা করিত, তবে কিছুতেই ঐরূপ কথা বলিতে পারিত না। কেননা আল্লাহর কালামে আছে, হক্ জাহের হইবে ও না-হক্ বিনষ্ট হইবে।

মোছলমানগণ! হুঁশিয়ার থাকিবেন, কিছুতেই না-হকের দিকে যাইবেন না এবং যাহারা না-হক পথে চলে তাহাদের তা'বেদারী করিবেন না।

বর্তমান সময়ে মিথ্যার খুব প্রচলন হইয়াছে। হক পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা না-হকের দিকে চলিয়াছে। মিথ্যাকে তাহারা তাহাদের অবলম্বন স্থির করিয়াছে, তাই আজ তাহাদের এ ঘোর দুর্দশা ও দো-জাহানের তনজ্জলি আরম্ভ হইয়াছে।

আজকাল প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে মিথ্যা ও ফেরেবের প্রচলন দেখা যায়। মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা কথা, মিথ্যা পরামর্শ, মিথ্যা ব্যবসা ও মিথ্যা মোকদ্দমা এবং না-হক বিচারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। মিথ্যাবাদী নেতা, মিথ্যুক লেখক, মিথ্যুক বক্তা এবং অসত্যপরায়ণ আলেম ও অযোগ্য পীরের না-হক কাজের জন্য সমাজের মহা ক্ষতি হইতেছে।

সমস্ত মিথ্যা হইতে তওবা করিতে এবং মিথ্যাবাদীর তা'বেদারী না করিতে আল্লাহতা'লা সকলকে হুকুম করিতেছেন। মোছলমানগণ, আল্লাহতা'লার হুকুম অনুযায়ী আমল করিবেন।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, ২-৩ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(৬)

আল্লাহ্‌তা'লার হুকুম অনুসারে আমল করিলে দো-জাহানের সমস্ত প্রকার তরক্কী লাভ করিতে পারা যাইবে। যত প্রকার মিথ্যা আছে, তাহার প্রত্যেকটাকে পরিত্যাগ করিয়া খাঁটিভাবে শরীয়ত অনুসারে আমল করিবার জন্য মোছলমানদিগকে একান্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ শরীফে এরশাদ করিয়াছেন—আমার জামানা এবং তাহার পরের জামানা ভাল। তাহার পরে মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িবে।

বর্তমান জামানায় চারিদিকে মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মিথ্যার তা'বেদারী করিবার জন্য মোছলমানগণের তনজ্জলি হইতেছে। দুনিয়ার এবং আখেরাতের কাজের মধ্যে নানা প্রকার মিথ্যা ঢুকিয়াছে। মোছলমানকে গোমরাহ করিবার জন্য জেন এবং মানুষ শয়তান নানা উপায়ে মিথ্যার প্রচলন করিয়াছে। বহু মিথ্যা ও নকলকে আসলের নামে প্রচার করিয়া সে তাহার নিজের কাজ হাসেল করিতেছে অর্থাৎ সকলকে গোমরাহ্ করিয়া জাহান্নামের দিকে টানিতেছে। মোছলমানগণ, ইহা হইতে সাবধান থাকিবেন। মিথ্যা পীর অর্থাৎ অযোগ্য মোরশেদগণের মিথ্যা প্রচারে সমাজের মহা সর্বনাশ হইতেছে।

ইহারা শরা-শরীয়তের বিপরীত কাজ করিয়া মানুষকে শয়তানের পথে চালাইতেছে। যথার্থ পীরগণের যে কাজ ইহারা তাহা না করিয়া তাহার খেলাফ কাজ করে এবং এইজন্য সমাজের বহুৎ নোকছান হয়।

কামেল অর্থাৎ যোগ্য পীরের নিকট মুরীদ হওয়া (বায়আত) ছুন্নাত এবং ইহা নেক কাজ। কামেল পীরের কতকগুলি শর্ত আছে। সেই সমস্ত শর্ত যাঁহার মধ্যে নাই তিনি কামেল পীর হইতে পারেন না এবং তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়াও জায়েজ হয় না।

বর্তমান জামানায় পীরের জন্য ঐ সমস্ত শর্তের দিকে খেয়াল করা হয় না বলিয়াই অযোগ্য পীরের হিসাব বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহার ফলে পীর পোরস্তি, কবর-পূজা, পীর-সেজদা, কাওয়ালী, জাহেলী, মিথ্যা এবং হারামের বিস্তার হইতেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও সেজদা করা জায়েজ নয়। কোরআন এবং হাদীছে খোদা ভিন্ন অপর কোন কিছুকে সেজদা করিতে নিষেধ রহিয়াছে। পীর-পূজা, কবর-পূজা

করিলে ঈমান বরবাদ হইয়া যায়; কিন্তু না-কামেল পীরগণ এই সমস্ত খেলাফে-শরা বিষয়ে লোকদিগকে নিষেধ করে না, বরং তাহারা ঐ সমস্ত না-জায়েজ কাজ করাইয়া থাকে বলিয়া আজকাল পীর-পোরস্তি, পীর-সেজদা, কবর-পূজা প্রভৃতি গায়ের ইসলামী কাজ হইতেছে এবং এই সকল কার্য্যকে জায়েজ বলিয়া লোকে কাফের হইতেছে।

পীরীমুরিদী পৌরহিত্য প্রথার মত নহে। ইহা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং প্রত্যেক প্রকার না-জায়েজ তরিকা হইতে বিমুক্ত। পীরের ছেলে পীর হইবে এরূপ নিয়ম ইসলামে নাই, কিম্বা সাধারণ লোকের ছেলে পীর হইতে পারিবে না এরূপ নিয়মও ইসলামে নাই। যদি কোন কামেল পীরের ছেলে শরীয়ত অনুসারে উপযুক্ত না হন অর্থাৎ কামেল পীর হইবার যে সমস্ত শর্ত আছে তৎসমূদয়ে শর্তবান না হ'ন, তবে তিনি পীর হইবার যোগ্য নহেন। যদি কোন সাধারণ লোকের ছেলে উপযুক্ত হন অর্থাৎ শর্তসমূহে শর্তবান হন তবে তিনি নিশ্চয় পীর হইতে পারিবেন। ইসলামের নিকট কাবেলিয়তের কদর আছে, না-কাবেল সে কদরের যোগ্য নহে। আজকাল মোছলমানগণ কাবেলিয়তের দিকে খেয়াল না করিয়া মহা ভুলে পড়িতেছেন এবং যাহাকে তাহাকে পীর বলিয়া গোমরাহ হইতেছেন।

শরীয়ত অনুযায়ী কামেল পীর হইবার জন্য তাহাকে দ্বীনের এলম অর্জন করা চাই। কোরআন, হাদীছ, তফছীর, আকায়েদ, ফেকাহ, তাছাওফ প্রভৃতির এল্ম জানা অবশ্য প্রয়োজন। বে-এলম অর্থাৎ জাহেল ব্যক্তি কখনও পীর হইতে পারেন না। জাহেল পীরের নিকট মুরীদ হইয়া মোছলমানগণ দ্বীন-দুনিয়ার মহা সর্বনাশ করিবেন না।

কামেল পীরের জন্য মোত্তাকী-পরহেজগার এবং হকের পা-বন্দ হওয়া নেহায়েত জরুরী। যাঁহারা মোত্তাকী-পরহেজগার নহেন এবং না-হক পথে চলেন, তিনি উপযুক্ত পীর হইবার যোগ্য নহেন।

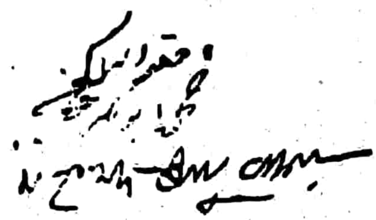
যাঁহারা হক না-হক বিচার করিয়া চলেন না, হালাল-হারাম খেয়াল করেন না অর্থাৎ খোদা-রাসুলের হুকুমের দিকে খেয়াল না করিয়া নিজের সুবিধামত পথে চলেন, তাঁহারা উপযুক্ত পীর হইবার যোগ্য নহেন। ইহারা না-হক পথে চলিয়া এবং হারাম খাইয়া ও মিথ্যার তা'বেদারী করিয়া নিজে জাহান্নামের দিকে যায় এবং নিজের মুরিদ মো'তাকেদদিগকেও সেই দিকে লইয়া যায়।

কামেল পীরের জন্য না-জায়েজ লোভ পরহেজ করা এবং আখেরাতের দিকে

বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত পীর না-জায়েজ লোভে গেরেফ্‌তার থাকেন এবং আখেরাতের দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখেন না, তাঁহারা উপযুক্ত পীর হইবার যোগ্য নহে। পীরী-মুরীদিকে যাহারা টাকা, পয়সা উপায়ের অথবা দুনিয়াবী ব্যবসা বলিয়া খেয়াল রাখেন—অথবা মুরিদ বৃদ্ধি করিয়া নিজের প্রসার প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রম বাড়াইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্যবসায়ী পীর। তাঁহাদের নিকট মুরীদ হওয়া মোছলমানের পক্ষে জায়েজ নহে। বরং উহা ইশায়াতে ইসলামের কাজ। উহা আল্লাহর ওয়াস্তে করিতে হইবে। দুনিয়াবী গরজের জন্য উহা করা না-জায়েজ। যদি কোন মুরিদ নেক নিয়তে কোন পীরকে হালাল মাল তোহফা দেয় তবে তাহা লওয়া জায়েজ। ইহা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে এ পর্যন্ত জায়েজ আছে। কিন্তু ইহা পাইবার উদ্দেশ্যেই যদি কোন পীর লোকদিগকে মুরিদ করে, তবে তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ হইবে না।

কামেল পীরের জন্য নেক কাজের নছিহত এবং বদ কাজ করিতে নিষেধ করা অবশ্য প্রয়োজন। যে সমস্ত পীর নেক কাজ করিতে উপদেশ এবং গোনাহর কাজ করিতে নিষেধ না করেন, তাঁহারা কামেল পীর হইবার যোগ্য নহেন। হক্‌ নছিহত করা এবং না-হক কাজ করিতে নিষেধ করা পীরদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা ইহা না করেন, তাঁহারা কামেল পীর নহেন। হক্‌ কথা বলিবার মত উপযুক্ত সৎ-সাহস এবং না-হকের প্রতিবাদ করিবার মত ক্ষমতা কামেল পীরের থাকা চাই। সমাজের মধ্যে যে কোন প্রকার না-হক প্রচলিত হইলে, তাহার তরদিদ্‌ করিয়া হক কাজের প্রচলন করা কামেল পীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মোছলমানদের কোনও প্রকার বিপদ-আপদের সময়ে তাহার যথাবিহিত প্রতিবিধান করা কামেল পীরের পক্ষে নেহায়েত জরুরী।

কামেল পীরের পক্ষে এই সমস্ত শর্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে কোন কামেল পীরের নিকট হইতে খেলাফত পাওয়া আবশ্যক।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, ২৫-২৭ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্তা'লা কোরআন শরীফে এই সমস্ত মিথ্যা পীরদিগের তা'বেদারী না করিবার জন্য হুকুম নাজেল করিয়াছেন যে, "তোমরা মিথ্যাবাদীর তা'বেদারী করিও না।" সুতরাং প্রত্যেক মোছলমানের একান্ত আবশ্যক যে, তাঁহারা যাহার নিকট মুরিদ হইবেন এবং যাহার 'এত্তেবা' করিবেন তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন। যদি তাঁহার কাজ ও কথার মধ্যে শরীয়তের খেলাফ কিছু পাওয়া যায় এবং তিনি ঐ খেলাফে-শরা কাজ পরিত্যাগ না করেন, তবে তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়া অথবা তাহার 'এত্তেবা' করা জায়েজ হইবে না। বে-শরা বেদ্য়াতী এবং বে-এল্‌ম পীর নামধারী ব্যবসায়ী লোকের দাগাদারীতে আজ সমাজ ছারেখারে যাইতেছে।

মোছলমানগণ সাবধান, কামেল পীরের প্রত্যেক শর্তের সহিত মিল না পাইলে কাহারও নিকট মুরিদ হইয়া দ্বীন ঈমান বরবাদ করিবেন না। হাদীছ শরীফে আছে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বহু শয়তান মানুষের ছুরত ধরিয়া খেলাফে-শরা কাজের প্রচলন দ্বারা মানুষকে গোমরাহ্ করিবে। আজকাল যেমন বহু না-কাবেল লোক পীর নামে পরিচিত হইয়া মোছলমানের দো-জাহানের সর্বনাশ করিতেছে; তদ্রূপ একদল আলেম বাহির হইয়াছে—তাহারা তাহাদের মতলব হাছেল করিবার জন্য হারামকে হালাল, না-জায়েজকে জায়েজ বলিয়া মোছলমানের নেহায়েত নোকছান করিতেছে। এই সমস্ত মিথ্যা আলেম তাহাদের নাম জাহির, দল-পুষ্ট, স্বার্থ-সাধন এবং ব্যবসা চালাইবার জন্য খেলাফ-শরা বহু কাজ করিয়া থাকেন। ফতোয়া ফারায়েজ প্রভৃতিতে ইহারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী মছলা বলিয়া এবং পয়সা পাইলে হারামকে হালাল বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকে। নফ্ছানিয়াত ও ব্যবসার জন্য ইহারা শরীয়তের সর্বনাশ করিতেছে। ইহাদের কেহ কেহ পয়সা অথবা অন্য কিছু উপায়ের জন্য সুদ জায়েজ বলিতেছে। জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি নানাবিধ সুদকে হালাল বানাইবার জন্য ইহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুস্থানকে "দারুল-হর্‌ব" বলিয়া কেহ কেহ সুদ লওয়া ও সুদ খাওয়া হালাল বলিতেছে। কেহ কেহ স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক করিয়া উহার সুদ গ্রহণ করিতেছে এবং বলিতেছে, ব্যাঙ্কের সুদ গ্রহণ না করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না। মোটকথা, নানা উপায়ে ইহারা সুদ খাওয়াকে জায়েজ ও হালাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ইহাদের কাগজ-পত্র ও বক্তৃতা সাধারণতঃ এই সমস্ত হারামকে হালাল বানাইবার জন্য এস্তে'মাল হয়।

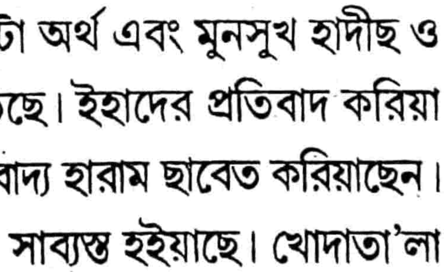
ভাই মোছলমানগণ, আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে এবং হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ শরীফে প্রত্যেক প্রকার সুদকে কাত্য়ী হারাম বলিয়া দিয়াছেন—উহা কখনও হালাল নহে। কাত্য়ী হারামকে হালাল জানিলে ঈমান নষ্ট হইয়া যায় এবং সে কাফের হয়। যাহারা নানা প্রকার যুক্তি-তর্ক ও ছলনা হাজির করিয়া সুদকে হালাল ও উহা দ্বারা সমাজের তরক্কী হাছেল করিতে চাহেন, তাহারা খোদা ও রাসুলের হুকুম এন্কার করিয়া নিজেরা কাফের হইতেছেন এবং অন্যকেও কাফের বানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সুদের দ্বারা মোছলমানের প্রকৃত তরক্কী লাভ হইবে এরূপ কথা যাহারা বলে, তাহারা খোদা-রাসুল এবং কোরআন-হাদীছের উপর ঈমান আনিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। কেননা খোদা ও রাসুলের কালামে ঐ সমস্ত কথার কঠোর প্রতিবাদ রহিয়াছে। আল্লাহ্তা'লা কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন যে—"আল্লাহ্ সুদ হারাম করিয়াছেন।" দোছ্রা হুকুম করিয়াছেন—"সুদের যাহা কিছু বাকী আছে তাহা ছাড়িয়া দাও। যদি তোমরা সুদ না ছাড়িয়া দাও, তবে খোদা ও রাসুলের সহিত লড়াই করিবার জন্য তৈয়ার হও।" আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, "আল্লাহ্তা'লা সুদকে ধ্বংস করিবেন এবং ছদ্কাকে বেশী করিবেন।" হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, "সুদের সত্তর প্রকার গোনাহ; তন্মধ্যে ছোট গোনাহ—নিজের মাকে নেকাহ করিবার সমতুল্য গোনাহ।" আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, "যে কেহ জানিয়া শুনিয়া এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাইয়াছে, সে ব্যক্তি ছত্রিশ বার জেনা করা অপেক্ষা বেশী গোনাহ করিয়াছে।" ইহা ছাড়া কোরআন-হাদীছে সুদের খারাবী এবং উহা না খাইবার জন্য বহু এরশাদ আছে। আল্লাহ্ ও রাসুলের হুকুম এনকার করিয়া যাহারা কাত্য়ী হারাম সুদকে হালাল বলিতে চাহে, তাহারা যে কিরূপ মোছলমান তাহা ভাবিবার বিষয়। স্পষ্ট কথা, যাহাদের ঐরূপ আকিদা তাহাদের ঈমান নষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা খোদা ও রাসুলের মোখালেফ। মোছলমান, এই সমস্ত দল হইতে হুঁশিয়ার থাকিবে।

আল্লাহ্তা'লা বলিয়াছেন, "সুদের যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা পরিত্যাগ কর এবং সুদের মাল আল্লাহ্তা'লা ধ্বংস করিবেন। আর ইহারা বলিতেছে যে, "সুদের যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিও না বরং তা গ্রহণ কর এবং সুদ দ্বারা পয়সা বৃদ্ধি

ও সমাজের উন্নতি হইবে।" এখন কাহার কথা মোছলমানদিগকে মানিতে হইবে? আল্লাহ্‌তা'লার অথবা এই সমস্ত লোকের? আল্লাহর কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ইহাদের কথা অবিশ্বাস করিতে হয়, আবার ইহাদের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে আল্লাহর কথা অবিশ্বাস করিতে হয়। যাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, তাহারা কিছুতেই আল্লার কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন না, বরং আল্লাহ্ ও রাছুলের কথার খেলাফে যাহার কথা হউক না কেন, তাহাকে তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাই বলি, মোছলমানগণ, খুব হুঁশিয়ার থাকিবেন। আলেমদিগের এই দল মোছলমানদিগকে খোদা ও রাছুলের মোখালেফ বানাইবার জন্য সুদ প্রভৃতি হারামকে হালাল বলিয়া প্রচার করিতেছে এবং যাহা আল্লাহ্‌তা'লা ধ্বংস করিবেন, তাহার দ্বারা সমাজের উন্নতি করিতে চাহিতেছে। ইহাদের অপেক্ষা ঝুট দাবী আর কাহার হইতে পারে?

মিথ্যাবাদী আলেমগণের আর এক দল আছে, যাহারা গান-বাদ্য জায়েজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। গান-বাজনা জায়েজ বলিয়া ইহারা কাগজ-পত্র ও বক্তৃতায় প্রকাশ করিতেছে। কোরআন হাদীছের উল্টা অর্থ এবং মুনসুখ হাদীছ ও মনগড়া দলিল আনিয়া গান-বাজনা জায়েজ বলিতেছে। ইহাদের প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত আলেমগণ শরীয়তের দলিল প্রকাশ এবং গান-বাদ্য হারাম ছাবেত করিয়াছেন। কোরআন এবং ছহিহ হাদীস হইতে গান-বাদ্য হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে। খোদাতা'লা গানকে শয়তানের গলার আওয়াজ বলিয়াছেন এবং যাহারা গান-বাদ্য করে অথবা শুনে তাহাদের জন্য কঠিন আজাবের সংবাদ দিয়াছেন।

অথচ এই সমস্ত লোক শয়তানী ওয়াছওয়াছায় পড়িয়া মতলব হাছেল করিবার জন্য উহাকে জায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। মোছলমানগণ ইহাদের ফেরেব হইতে হুঁশিয়ার থাকিবেন।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা, ৭৩—৭৫ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ্ ও রাসুল কোরআন হাদীছে গান-বাদ্য হারাম বলিয়াছেন। তফছীর ফেকাহ্ প্রভৃতি কেতাবেও গান-বাদ্যকে স্পষ্ট হারাম বলিয়া লেখা আছে। শরীয়তের প্রত্যেক দলীলে গান-বাদ্য হারাম ছাবেত হইয়াছে। যাহারা গান-বাদ্যকে হালাল জানে, তাহারা হারামকে হালাল জানিবার জন্য কাফের হইয়া যাইবে। শরীয়তে ইহার অকাট্য দলীল মৌজুদ আছে। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'সঙ্গীত জেনার মন্ত্র।' "মদ্খল্‌লে-এবনে আমীরে হাজ্জ" কেতাবে আছে যে, যখন মানুষ গান-বাদ্য করে এবং অপর স্ত্রীলোকের দিকে বদ্ নজর করে ইব্‌লিছ শয়তান সেই সময় তাহাকে গোম্‌রাহ করিতে বেশী সুযোগ পায়। ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহ্ 'আদাবোল্ কাজা' নামক কেতাবে বলিয়াছেন যে, গান গাওয়া নাজায়েজ এবং বাতিল কাজ।

ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) 'যেয়াদৎ' কেতাবে গান হারাম বলিয়াছেন। 'নেহায়া' কেতাবে আছে কোরআন শরীফের আয়াত অনুযায়ী গান গাওয়া, তাম্বুরা-দফ্ প্রভৃতি বাদ্য বাজান হারাম ও কঠিন গোনাহর কাজ।

'মোহিত', 'জামেওল ফতোয়া', 'ফৎওয়ায়ে বায়হকি' প্রভৃতি কেতাবে আছে যে, গান-বাদ্য করা হারাম, উহাকে হালাল জানিলে কাফের হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গান-বাদ্যের আওয়াজকে 'মল্‌উন্ আওয়াজ' বলিয়াছেন। হাদীছে আরও আছে যে, যে সময় মোছলমানের মধ্যে বাদ্য এবং গায়িকা স্ত্রীলোক জাহির হইবে, তখন তাহাদের তনজ্জলি হইতে থাকিবে। 'মছনদে আহমদ্' কেতাবে হাদীছ আছে যে, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রতিমা, ক্রুশ এবং গান-বাজনা দূর করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন।

মোছলমানগণ হুঁশিয়ার থাকিবেন। খোদা-রাসুলের হুকুমের খেলাফ যে কেহ হুকুম করে তাহার হুকুম মানিয়া দ্বীন ঈমান বরবাদ করিবেন না।

হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, ইমাম, মোজতাহেদ, পীর, ওলী, প্রভৃতি সকলেই গান-বাদ্যকে আল্লাহ্‌তা'লার হুকুম অনুসারে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত লোক গান-বাদ্যকে হালাল বলিতেছে, তাহারা ইসলামের খেলাফ ফৎওয়া দিতেছে। যাহারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলিয়া থাকে তাহারা ইসলামের দুশমন। তাহারা

কোরআন-হাদীছকে উল্টাইয়া দিতে চাহে। ইহাদের ধোকা হইতে সকলকে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

এই সমস্ত খেলাফে শরা আলেম, পীর, লেখক, সম্পাদক, ওয়ায়েজ এবং বক্তাগণ ইসলামের মহা সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা শয়তানী ফেরেবে পড়িয়া নিজেরা গোমরাহ্ হইয়াছে এবং সকলকে গোমরাহ্ করিতেছে। ইহারা হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, পাক-নাপাক এবং ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধে গাফেল হইয়া দুনিয়াবী লোভের জন্য মনগড়া ফৎওয়া দিতেছে এবং সকলকে জাহান্নামের দিকে টানিতেছে।

ভাই মোছলমানগণ, ইহাদের ফেরেব হইতে খুব সাবধান থাকিবেন। রাগ-রাগিনী সুর করিয়া গজল কিম্বা কোরআন শরীফ পড়া না-জায়েজ। কোরআন শরীফের প্রত্যেক হরফের "মোখরেজ" এবং প্রত্যেক "এ'রাবের" উচ্চারণ ভালভাবে আদায় করিয়া তেলাওয়াত করা জায়েজ এবং ছওয়াবের কাজ। আর যদি উহাদের রাগ-রাগিনীর সহিত পড়া হয় তবে না-জায়েজ হইবে। ইহা নেছাবোল এহ্‌তেছাব, তরীকায়ে মোহাম্মদী, গুনিয়া-তোত্তালেবীন প্রভৃতি কেতাবে আছে।

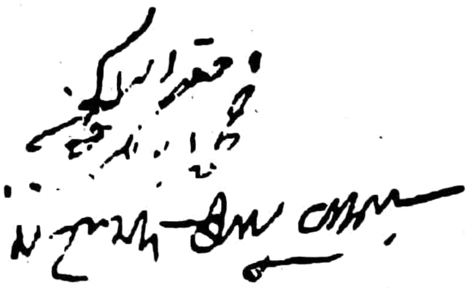
একদল ওয়ায়েজ-বক্তা আছেন, যাহারা মছনবী প্রভৃতির গজলগুলিকে রাগরাগিনী সুর করিয়া পড়িয়া থাকেন, ইহা না-জায়েজ কাজ। ইহারা রাগ-রাগিনী সুর সহ ওয়াজ করিয়া লোকদিগকে সুরের মোহে মত্ত করিতে এবং ইহা দ্বারা নিজেদের পশার ও দাওয়াত বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সমস্ত খেলাফে-শরা ওয়াজে মোছলমানদিগকে যোগ দেওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে সকলে পৃথক থাকিবেন। যে ওয়াজে খেলাফে-শরা কিছু না হয়, কোরআন-হাদীছের বিপরীত কার্য্য যেখানে না হয়, সেই ওয়াজের স্থানে মোছলমানগণ অবশ্য অবশ্য যোগ দিবেন। ইহাতে দো-জাহানের খায়রিয়ত এবং তরক্কী লাভ হইবে। সব সময় মনে রাখিবেন যে, কোরআন-হাদীছ দ্বারা ইসলাম প্রচার হইয়াছে; গান-বাদ্য দ্বারা হয় নাই। ইসলামের প্রত্যেক প্রকারের তরক্কী কোরআন-হাদীছের মধ্যেই আছে। কোরআন-হাদীছ লইয়াই তরক্কী, আর কোরআন-হাদীছ ছাড়িয়া দিয়াই তনজ্জলি।

গান-বাদ্য দ্বারা ইসলামের তরক্কী হয় নাই এবং হইতেও পারে না। গান-বাদ্য দ্বারা ইসলামের সর্বনাশ হইতেছে। তাই বলি, প্রত্যেক মোছলমান ইহা হইতে তফাত থাকিবেন। যে ওয়ায়েজ রাগ-রাগিনী সুর সহ গজল ও কোরআন শরীফ

পড়েন, তাঁহার ওয়াজে কেহ শরীক হইবেন না। যে বক্তা গান করেন, তাঁহার বক্তৃতা কেহ শুনিতে যাইবেন না। যে লেখক গান-বাদ্য জায়েজ বলিয়া লেখেন, তাঁহার লেখার প্রতি কেহ বিশ্বাস করিবেন না এবং তাঁহাকে কোনও প্রকার সাহায্য করিবেন না। কেননা ইহাতে না-জায়েজ কাজে সাহায্য করা হইবে। অনেক খেলাফে-শরা পীর আছে, যাহারা রাগ-রাগিনী, সুর সহ গজল পাঠ এবং কাওয়ালী করে, তাহাদের মজ্‌লেসে যাওয়া, তাহাদের নিকট মুরিদ হওয়া না-জায়েজ। গান-বাদ্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও উহাকে যাহারা জায়েজ বলিয়া কোরআন-হাদীস উল্টাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, ঈদ এবং বিবাহের দিন গান গাওয়া ও দফ্ বাজান জায়েজ। তাহাদের এই ফৎওয়া শরীয়তের খেলাফ, কেবল ঈদ কিম্বা বিবাহের দিন দফ্ বাজান ও গান গাওয়া জায়েজ হইবার ফৎওয়া ছহিহ্ নহে—উহা বাতিল। শরহে তরীকায়ে মোহাম্মদী প্রভৃতি কেতাবে ইহার দলীল আছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে এরশাদ করিয়াছেন যে, দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীগণ আসিয়া তোমাদের নিকট এমন সমস্ত কথা বলিবে, যাহা তোমরা শুন নাই অর্থাৎ যাহা শরীয়তে নাই; সেই সমস্ত লোক হইতে তোমরা হুঁশিয়ার থাক এবং সকলকে হুঁশিয়ার কর, যেন তাহারা তোমাদের মধ্যে ফাছাদ আনিতে এবং তোমাদিগকে গোম্‌রাহ করিতে না পারে।

সুতরাং প্রত্যেক মোছলমান, হারামকে হালাল ও হালালকে হারামকারী মৌলবী, মওলানা, পীর, বক্তা, ওয়ায়েজ, সম্পাদক, লেখক ও নেতা হইতে সাবধান থাকিয়া দ্বীন ঈমান বাঁচাইবেন। তাহাদের ফেরেবে পড়িয়া গোম্‌রাহ হইবেন না।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-৫ম সংখ্যা, ১০৫—১০৬ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(৯)

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফে গান-বাজনাকে শয়তানের গলার আওয়াজ বলিয়াছেন। শয়তান তাহার গলার আওয়াজ দ্বারা লোকদিগকে বেশী পরিমাণে গোমরাহ্ করিতে পারে। দোজখের দিকে চালাইবার জন্য গান-বাজনা শয়তানের বড় অবলম্বন। হাদীছে গান-বাদ্যকে জেনার মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে সমস্ত ওয়ায়েজ-বক্তা গান গাহিয়া ওয়াজ করেন, তাহারা একপক্ষে শয়তানের গলার আওয়াজের সাহায্যে লোকদিগকে দোজখের দিকে ডাকিয়া থাকেন। ইহাদের দ্বারা গোম্‌রাহ কার্য্যে শয়তানের খুব সাহায্য হয়, আবার শয়তানের আওয়াজের সাহায্যে ইহাদেরও পশার জমাইয়া পয়সা উপায়ের সুবিধা হয়। আজকাল বহু আলেম ও পীরের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, তাঁহারা পয়সা এবং সম্মান প্রতিপত্তির লোভে পড়িয়া হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ কিছুই বিচার করেন না। তাঁহাদের এই নাজায়েজ লালচ এবং বে-শরা কাজের জন্য সমাজের মহাক্ষতি হইতেছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীছের দিকে খেয়াল করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, এই সমস্ত খেলাফ-শরা পীর, মৌলবী, মওলানা, লেখক, বক্তা, ওয়ায়েজ এবং নেতা প্রভৃতির জন্যই মোছলেম সমাজ আজ এত তনজ্জলির মধ্যে পড়িয়াছে।

আলেম, নেতা, পীর প্রভৃতির মধ্যে যদি শরীয়তের খেলাফ চালচলন এবং নাজায়েজ তরিকা না থাকিত, তবে কখনই সমাজের এ দূরাবস্থা হইত না। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ—আগেকার জামানার মোছলমান এবং তাহাদের যশঃগৌরব। যাহারা ইমাম তাহাদের যদি তনজ্জলি হয়, তবে সাধারণের তরক্কী হওয়া মুস্কিল।

আজকাল বহু ওয়ায়েজ-বক্তা আল্লাহ্-রাসুলের কালাম এবং মছলা-মাছায়েল এবং শরীয়তানুযায়ী মোছলমানের তরক্কী সম্বন্ধে ওয়াজ-বক্তৃতা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি বাজে গল্প, উপন্যাস এবং উর্দু, ফার্সী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় গান গাহিয়া থাকেন।

খোদা-রাসুলের কালাম—কোরআন-হাদীস, যাহা দ্বারা ইসলামের ইশায়াত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, বরং শয়তানের গলার আওয়াজ-যাহা দ্বারা ইসলামের মহা ক্ষতি হয়, তাহার সহিত ইহাদের খুব সম্বন্ধ। যাহারা কোরআন-হাদীছ পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের গলার আওয়াজের সহিত সম্বন্ধ করে, তাহাদের

ওয়াজ-বক্তৃতা শ্রবণ এবং তাহাদের উপদেশ মত কাজ করা ঈমানদার মোছলমানের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। যদি কোন মোছলমান ঐরূপ লোকের মজলেসে যাইয়া পড়েন, তবে তাহাকে শয়তানের গলার আওয়াজ ছাড়িয়া কোরআন-হাদীছ, মছলা-মাছায়েল প্রভৃতি শরীয়ত অনুসারে ওয়াজ-বক্তৃতা করিতে বলিবেন; যদি তাহা না হয় তবে তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। খুব ইয়াদ রাখিবেন যে, যে মজলেছে শয়তানের গলার আওয়াজ হয়, সে মজলেসে ঈমানদার মোছলমান, যাহারা আল্লাহর আজাবকে ভয় করেন, তাহারা কখনও থাকিতে পারেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রূহের খুশীর জন্য আমরা গজল প্রভৃতি গাহিয়া ওয়াজ করি, কেননা ইহাতে 'এতমিনানে রূহ' আনয়ন করে এবং আল্লাহর দিকে রুজু হয়। যাহারা এইরূপ বলেন, তাহাদের আকিদা খুব ভুল। কেননা গান, রাগ-রাগিনীসহ মিষ্ট সুরে গজল প্রভৃতি দ্বারা রূহের এতমিনান হয় না বরং উহাতে নফ্ছের খুশী হয় এবং উহাতে খোদার দিকে দেল রুজু হওয়াই সম্ভব এবং খুব সহজ। শয়তানের গলার আওয়াজে শয়তানের দিকেই রগবত করে, আল্লাহর দিকে নয়। আল্লাহ্-রাসুলের কালাম কোরআন হাদীছ দ্বারা ঈমানদারের রূহের শান্তি হয় এবং উহা দ্বারাই প্রকৃতভাবে আল্লাহর দিকে দেল রুজু হয়। রাগরাগিনী সহ গান, গজল প্রভৃতি দ্বারা নফছের খুশি হয় এবং নফছের খুশীর জন্য লোকে ইহাতে মজিয়া যায়।

নফছের খুশীর কারণে জেনা প্রভৃতি হারাম কাজ হইয়া থাকে। তাই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, গান বাজনা জেনার মন্ত্র। রাগ-রাগিনীপূর্ণ গজল গাওয়া ওয়াজ-বক্তৃতায় অনেক সময় এমন সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং শয়তানের গলার আওয়াজে মজিয়া কত রকমের কান্ড কত স্থানে হইয়াছে যে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

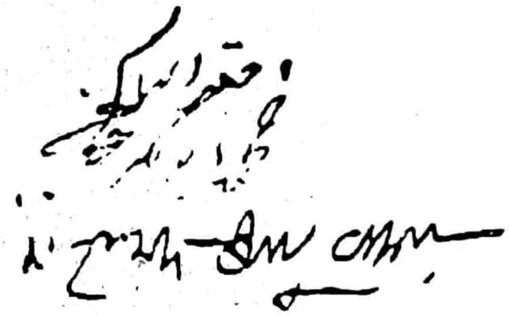
প্রত্যেক ওয়ায়েজ-বক্তার আবশ্যক যে, তাঁহারা যেন রাগ রাগিনী, গান প্রভৃতি খেলাফে-শরা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে কোরআন-হাদীছ, মছলা-মাছায়েল আলোচনা এবং শরীয়ত অনুসারে সমাজের প্রত্যেক প্রকার উন্নতি সম্বন্ধে ওয়াজ-বক্তৃতা করেন। আর প্রত্যেক মোছলমানের জন্য আবশ্যক যে, তাহারা খেলাফ-শরা কোন ওয়াজ বক্তৃতার মজলিশে উপস্থিত না হন এবং তদানুযায়ী

আমল না করেন। সাবধান মোছলমান, সেই সমস্ত পীর, মওলবী, মওলানা, ওয়ায়েজ-বক্তা, লেখক, সম্পাদক, নেতা ও মোড়ল। যাহারা শরীয়তের খেলাফ কাজ করেন এবং যাহারা সমাজকে তনজ্জলি ও দোজখের দিকে আকৃষ্ট করেন তাহাদিগকে কোন প্রকার সহায়তা করিয়া খোদা-রসুলের না-ফরমানি করিবেন না! খোদাকে ভয় করুন!!

বাদ্য ব্যতীত লাঠি-চালনা উত্তম কাজ। ইহাতে দ্বীন-দুনিয়ার বহু উপকার হইয়া থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীছ এবং ফেকাহ হইতে ছাবেত আছে যে, তীরন্দাজী ও ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা এবং স্ত্রীর সহিত আমোদ-আহ্লাদ করা জায়েয। এই মছলা হইতে লাঠি-চালনা এবং আত্মরক্ষার সময়োপযোগী ব্যবস্থা অভ্যাস করা জায়েজ এবং ছওয়াবের কাজ। কিন্তু ইহার সহিত বাদ্য রাখা জায়েজ নহে। লাঠি-চালনা, ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজী, তলওয়ার ভাঁজা, বন্দুকের লক্ষ্য স্থির ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক; ইহাতে স্বাস্থ্য এবং আত্মরক্ষার উপায় হইয়া থাকে। মোছলমানগণ এই সমস্ত ভাল কাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য এবং আত্মরক্ষার পথ হারাইতে বসিয়াছেন; ইহাতে তাহাদের খুব ক্ষতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লাঠি চালনা প্রভৃতি কছরতের জামাত গঠন করুন এবং মাসের মধ্যে কয়েক দিন নির্দিষ্ট করিয়া তথায় সকলে সম্পূর্ণ নেক-নিয়তে উক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষা করুন। ইহাতে দো-জাহানের খায়রিয়াত হাছিল হইবে। কিন্তু সাবধান, ইহাতে বাজনা বাজাইবেন না। জেহাদের সময় জরুরাতান রণ-বাদ্য বাজান হয় বলিয়া যদি কেহ লাঠি চালনা প্রভৃতি কছরতে বাদ্য বাজান জায়েজ বলেন, তবে তিনি খুব ভুল বলিয়াছেন। কেননা উহার উপর কেয়াস করা কোনও মতে ছহিহ হইবে না। বাদ্য না হইলে লাঠি-চালনা, তলওয়ার ভাঁজা প্রভৃতি করা যায় না বলিয়া যাহারা দাবী করেন, তাহাদেরও এই দাবী খুব ভুল। প্রতিবেশী হিন্দুগণ তাহাদের স্বাস্থ্য এবং আত্মরক্ষার জন্য বহু স্থানে লাঠি-চালনা প্রভৃতির আখড়া স্থির করিয়াছে, কিন্তু বাদ্য ব্যতীত সমস্তই করিতেছে। তাহাদের ধর্মে বাদ্য বাজনা থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিনা বাদ্যে ইহা করিতে পারিতেছে, আর দ্বীন-ইসলামে বাদ্য নাজায়েজ হওয়া সত্ত্বেও মোছলমানগণ বাদ্য ব্যতীত উহা কেন

পারিবেন না? লাঠি-চালনা প্রভৃতি কছরত যদি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করা হয়, তবে তাহাতেও বাদ্যের প্রয়োজন নাই; কেননা বাদ্যের দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না তারপর যদি উহা আত্মরক্ষার জন্য হয়, তবে তাহাতেও বাদ্যের দরকার নাই কেননা বাদ্য দ্বারা আত্মরক্ষা করা কখনও সম্ভব হয় না। লাঠি-চালনা প্রভৃতি যদি বাদ্য ব্যতীত না করা যায়, তবে হঠাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইলে কি করা যাইবে? তখন কি দুশমনগন ঢোল প্রভৃতি বাদ্য জোগাড় করিয়া আনিবার ফোরছত দিবে?

সাবধান মোছলমানগণ, কতকগুলি গান-বাদ্য লোভী লোকের না-জায়েজ কথায় ভুলিয়া গোনাহগার হইবেন না। লাঠি-চালনা প্রভৃতি শরীয়ত সঙ্গত কছরত সমূহের তারিখ মোহর্‌রম কিংবা কোন এবাদতের দিনে স্থির করিবেন না, কেননা ইহাতে এবাদতের ক্ষতি হয়। ঐ সমস্ত দিন এবাদতে-মালী ও এবাদতে বদনীর জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছে। দ্বীন-দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম মানিয়া চলিবেন।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-৭ম সংখ্যা, ১৪৫—১৪৭ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(১০)

আল্লাহ্ ও রাসুলের হুকুম পরিত্যাগ করিয়া যে কোনও কাজ করা হইবে তাহার শেষ ফল কখনও ভাল হইতে পারে না এবং তাহার দ্বারা মোছলমানের যথার্থ 'তরক্কী' হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মোছলমানকে সব সময় খোদা-রাসুলের হুকুম-আহকামের দিকে খেয়াল রাখিয়া অগ্রসর হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নতুবা বেশক 'তনজ্জলি' হইবে।

স্বাস্থ্য ও আত্মরক্ষার জন্য লাঠি-চালনা প্রভৃতি কস্রত শিক্ষা করা খুব ভাল। কিন্তু ইহাতে বাদ্য বাজান প্রভৃতি বে-শরা কাজ করা জায়েজ নহে এবং তাহা দ্বারা কখনও উপকার পাওয়া যাইতে পারে না। লাঠি-চালনা শিক্ষা করিবার সময় এরূপভাবে কাপড় পরিতে হইবে যাহাতে 'ছতর' ঢাকা থাকে। সাধারণতঃ একটা টুপি, নিম-আস্তিন জামা এবং হাঁটুর নিম্নে অন্ততঃ ৬/৭ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা পায়জামা পরিতে হইবে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরা ফরজ। ইহাতে নামাজ আদায় করা যাইবে এবং লাঠি-চালনা প্রভৃতি কস্রত করিতেও সুবিধা হইবে।

ইহা খুবই সুখের বিষয় যে; আজকাল নানা স্থানে "ফৌজে ইসলাম" জামায়াত গঠন করা হইতেছে। এই সমস্ত "রেজাকার" জামায়াত গঠন করা নেহায়েত আবশ্যক।

খেলাফে-শরা এবং বে-আইনী কার্য্যের সংস্রব না রাখিয়া গ্রামে গ্রামে এইরূপ "রেজাকার" জামায়াত গঠন করিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিবেন। উহাদেরও পোষাক এইরূপ হওয়া আবশ্যক। যাহাতে "ছতর" ঢাকা থাকে এবং নামাজ পড়িতে বাধা না হয় এরূপ পোষাক পরিধান করিতে হইবে।

অ-মোছলমানদের রীতি-নীতি অনুসারে আজকাল কতকগুলি লোক মোছলমান সমাজের মধ্যে বহু খেলাফে-শরা কাজের প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা যথার্থ-ই মোছলমানদের দো-জাহানের ক্ষতি করিতেছেন। অ-মোছলমানদের সেই সমস্ত কাজের অনুকরণ—যাহা করিতে ইসলামী শরীয়তে নিষেধ আছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইসলামী রীতি-নীতি 'তওর-তরীকা' ও লেবাছ ছুরতের মধ্যে এরূপ কোন গলৎ নাই যে, তাহার জন্য ইসলামী ছাড়িয়া গায়ের ইসলামী রীতি-নীতি তওর-তরীকা লেবাস ও ছুরতের মত অনুসারী কাজ করিতে হইবে। অতএব মোছলমানগণ হুঁশিয়ার হইবেন, যেন কাহারও ফেরেবে পড়িয়া ইসলামী নিয়ম-কানুন ছাড়িয়া দিয়া খেলাফে-শরা কাজ করিয়া উন্নতির নামে অবনতির দিকে যাইবেন না।

হাদীসের কেতাব হইতে জানা যায় যে, উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক বাহির হইবে যাহারা মানুষদিগাকে দোযখের এবং তনজ্জলির দিকে ডাকিবে। এই গোমরাহকারী দল শরা-শরীয়তের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিবে। ইহারা কোরআন পড়িবে, কিন্তু

তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অথবা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না। চিতা বাঘের ন্যায় ইহাদের অন্তঃকরণ হিংস্র এবং ফেরাউনের কাজের ন্যায় ইহাদের কাজসমূহ হইবে। ইহারা সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি এবং জেদের খাতিরে মনগড়া ফৎওয়া দিবে। ঐ সমস্ত কথার দিকে খেয়াল করিয়া বর্তমান জামানার কতকগুলি মৌলবি, মাওলানা, পীর, লেখক, ওয়ায়েজ-বক্তা এবং নেতার কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা ইহারা নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য হারামকে হালাল, নাজায়েজকে জায়েজ বলিয়া ফৎওয়া দিতেছে। বে-পরওয়া খেলাফ-শরা কাজ করিয়া যাইতেছে। খোদা-রাসুলের খওফ যেন ইহাদের দেলে একেবারেই নাই।

নিজেদের পশার-প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পত্তি প্রভৃতির লোভে ইহাদের কেহ কেহ পীর-সেজদা, কবর পূজা, গান-বাজনা, কাওয়ালী, মহররমের দরগা ও তাজিয়া পোরস্তি প্রভৃতি হারাম ও শেরেকী কাজকে জায়েজ বলিয়া ফৎওয়া দিতেছে। সুদ, জীবজন্তুর ছবি, বে-পর্দা জেনা প্রভৃতি স্পষ্ট হারামকে হালাল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি শেরেকী মন্ত্রকে এবাদত এবং জাতির উন্নতির বিষয় বলিতেছে। আবার কেহ কেহ আল্লাহ্‌র কোরআন, রাসুলের হাদীছ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের মত অনুসারে নতুন ধর্ম তৈয়ার করিতে চাহিতেছে। কেহ কেহ নিজেকে পয়গম্বর ও নবী বলিয়া প্রচার করিতেছে। আলেম ও পীরগণের বিরুদ্ধে ইহাদের একদল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতি ইসলামী কাজকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সমাজের উন্নতি চাহিতেছে। এই সমস্ত গোমরাহ দলের অনেকে তাহাদের মনগড়া ফৎওয়ার দলীল পেশ করিতে যাইয়া কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ, ওছুল প্রভৃতির উল্টা অর্থ, ফেরেবীপূর্ণ মতলব এবং মিথ্যা রেওয়ায়েত সমূহ প্রকাশ করিতেছে।

ইসলামের নিকট যাহা যাহা হারাম এবং যে সমস্ত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে আরম্ভ করিয়া ছাহাবা, মোজতাহেদ, মোহাদ্দেছ, পীর, ওলী প্রভৃতি সকলেই হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যেমন—সুদ, ঘুষ, জেনা, গান বাজনা, জীবজন্তুর মূর্তি, ছবি-পূজা, দূর্গা পূজা ইত্যাদি হারাম ও শেরেকী কার্য্যকে জায়েজ বলিয়া সকলকে গোমরাহ করিবার এবং ইবলিছ মলউন ও শয়তানের দলের নিকট খাতির পাইবার জন্য ইহাদের অনেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইবলিছের তায়ীদকারী এই সমস্ত ফেরেববাজ লোকদের সম্বন্ধে হাদীছ আছে যে, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালগণ আসিয়া নূতন নূতন ফৎওয়া প্রকাশ করিবে, ইহাদের ফেরব হইতে তোমরা সাবধান থাক এবং সকলকে সাবধান কর যেন তাহারা তোমাদিগকে গোমরাহ করিতে এবং তোমাদের মধ্যে ফেৎনা আনিতে না পারে।

অতএব মুসলমানগণ, খুব হুঁশিয়ারীর সহিত দ্বীন ঈমান বজায় রাখিবেন। যেন কোন মৌলবী, পীর বা নেতা প্রভৃতি নামধারী গোমরাহ লোকের ফেরেবে পড়িয়া এবং তাহাদের প্রচারিত মিথ্যা ফৎওয়া শুনিয়া আখেরাত জাহান্নাম ও দুনিয়ার তনজ্জলির পথ পরিষ্কার করিবেন না। খোদাকে ভয় করুন এবং যাহারা খোদাভীরু (মোত্তাকী) আলেম, পীর, নেতা, সেই সমস্ত লোকের এক্তেবা করুন। মিথ্যাবাদী, ফেরেববাজ এবং যাহারা মোত্তাকী ফেরববাজ নহে, তাহাদের এক্তেবা করিয়া দো-জাহানের ক্ষতি করিবেন না।

আজকাল একদল আলেম ও পীর নামধারী লোক বাহির হইয়াছে, ইহারা কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ, ওছুল, আকায়েদ ইত্যাদি বিষয়ে আদৌ ভালরূপে অবগত নহে। দু'একখানা অন্য কেতাব হইতে ওয়াজ করিবার কয়েকটি কথা শিখিয়া লইয়া গলাবাজির জোরে এবং রাগ-রাগিনী সুরে মছনবী গাহিয়া সাধারণের নিকট খুব নাম করিয়া লয় এবং নিজেদিগকে বড় মৌলানা, বড় পীর, বড় বক্তা বলিয়া প্রচার করিতেছে। ইহারা ওয়াজ বক্তৃতা করিতে গিয়া নিজেদের বেওকুফী অথবা পয়সার লোভে যা' তা ফৎওয়া দেয়, হালাল-হারাম, শরা-শরীয়ত ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আদৌ খেয়াল রাখে না। এই দলের কেহ কেহ দু'পাঁচটা বাধা গদ বলিতে শিখিয়া নিজেদিগকে মস্ত বড় বক্তা ও নেতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। নানাবিধ না-জায়েজ ও হারাম কার্য্য এবং সমাজের যাহাতে সর্বনাশ হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া কেবলমাত্র নিজেদের নাপাক স্বার্থ হাছেল করিতেছে।

সাবধান মোছলমান, এই সমস্ত ভয়ঙ্কর আখলাকের লোক হইতে খুব হুঁশিয়ার থাকিবেন। ইহাদের সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া এবং ইহাদের ঐ সমস্ত খেলাফে শরা ওয়াজ নছিহত শুনিয়া সমাজের সর্বনাশ করিবেন না। যদি হঠাৎ ঐরূপ লোকের বক্তৃতার মজলেছে যাইয়া পড়েন, তবে তখনই তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। যাহারা যথার্থ আলেম, কামেল, পীর এবং শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ায়েজ-বক্তা, তাহাদের শরা-সঙ্গত ওয়াজ-নছিহত শুনিবেন এবং তদানুযায়ী আমল করিয়া দোজাহানের খায়রিয়াত হাছেল করিবেন।

(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-১০ম সংখ্যা, ৩২৭—৩২৯ পৃষ্ঠা)

ওছীয়ত নামা—(১১)

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফে হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা নেক এবং সৎকাজে সাহায্য করিবে; অসৎ এবং গোনাহের কাজে সাহায্য করিও না।

বদ্‌কারদিগের সঙ্গে মিশিতে এবং তাহাদের অসৎ কাজে সাহায্য করিতে আল্লাহ্‌ ও রাসুল বহু স্থানে কঠোর নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা বদ্‌কারদিগের সহিত মহব্বত রাখে কিম্বা বদ্‌ কাজের প্রতি রাজি থাকে, তাহারা বদ্‌কারদিগের দলভুক্ত হইবে এবং তাহাদের সহিত ইহাদের হাশর হইবে, ইহা কোরআন হাদীছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অতএব মোছলমানগণ খুব হুঁশিয়ার থাকিবেন, যেন নিজেদের কথা, কাজ কিম্বা কোন কিছু দ্বারা কোনও প্রকার গোনাহর কাজ এবং কোনও বদ্‌কারকে সাহায্য করা না হয়। শরীয়তের খেলাফ যাহাদের চাল-চলন এবং যাহারা খেলাফে-শরা কাজের প্রচারক, তাহাদের ফেরেব হইতে সাবধান থাকিয়া দ্বীন-ঈমান বাঁচাইয়া রাখিবেন।

আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হওয়া আবশ্যক, যাহারা সত্যের দিকে সকলকে আহ্বান করে এবং নেক কাজে উপদেশ ও অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করে। নেক কাজ করিতে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করা আল্লাহ্‌ ও রাসুলের হুকুম। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকারে করা যাইতে পারে; যথা—লিখিয়া এবং মুখে বলিয়া।

লিখিয়া অর্থাৎ বহি, কেতাব, কাগজ প্রভৃতির এবং মুখে বলিয়া অর্থাৎ ওয়াজ-নছিহত, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা ইহা করা যায়। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটাতেই আল্লাহ্‌ ও রাসুলের হুকুম-আহকাম বজায় রাখিতে হইবে। খোদা-রাসুলের আদেশ নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া যদি ঐ সমস্ত করা হয়, তবে তাহা গোমরাহীর পথ হইবে এবং তাহা দ্বারা দোজখের পথে যাওয়া হইবে মাত্র। আল্লাহ্‌ ও রাসুলের আদেশ নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া যে বহি, কেতাব, কাগজ প্রভৃতি লেখা হয়, তাহা দ্বারা হেদায়েতের কাজ আদৌ হয় না বরং তাহা গোমরাহীমূলক। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ ও রাসুলের আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া ওয়াজ-নছিহত বক্তৃতা দ্বারা কোনও প্রকার তরক্কী হইতে পারে না। বরং উহা দ্বারা দুনিয়া আখেরাতের ঘোর তনজ্জলি হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক লেখক ও বক্তাকে শরীয়তের সম্পূর্ণ পা-বন্দ হইয়া কলম চালাইতে ও কথা বলিতে হইবে। আর প্রত্যেক মোছলমানকে সব সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যেন তাঁহারা কোনও খেলাফে-শরা বহি, কেতাব, কাগজ এবং খেলাফে-শরা ওয়াজ-বক্তৃতার প্রতি মহব্বত না রাখেন। কেননা ইহাতে অন্যায় কাজের সাহায্য হইবে এবং ইহা কঠিন গোনাহর কাজ।

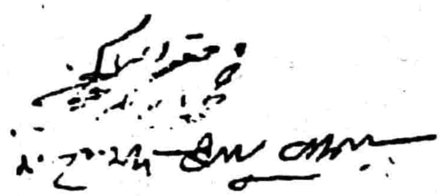
দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ে একদল লেখক ও ওয়ায়েজ-বক্তা বাহির হইয়াছেন যাঁহারা শরীয়তের খেলাফ বিষয়ের প্রচার করিতে এবং ছুন্নতের আদর্শ নষ্ট করিতে

প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক মোছলমানকে এই সমস্ত লোক হইতে খুব হুঁশিয়ারীর সহিত থাকিতে এবং ইহাদের "অছ অছা" ও ফেরেব হইতে দ্বীন-ঈমান রক্ষা করিতে হইবে। নতুবা দো-জাহানের ভয়ঙ্কর নোকছান হইবে। যাহাতে এই সমস্ত খেলাফে-শরা লেখক, সম্পাদক, ওয়ায়েজ, বক্তা, পীর ও নেতাগণ সমাজকে গোমরাহীর দিকে লইতে না পারে এবং যাহাতে তাহাদের বাতিল মত ও শরীয়তের বিপরীত ফৎওয়া সমাজে প্রচার হইতে না পারে তাহার জন্য প্রত্যেক মোছলমানকে বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক।

মুসলমান সমাজকে বরবাদ করিবার জন্য ইবলিছ শয়তানের কু-পরামর্শে এমন বহু লোক বাহির হইয়াছে, যাহারা কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ, আকায়েদ প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজেদের মতলব ও সুবিধা অনুযায়ী নানাবিধ কথা প্রচার করিয়া ইসলাম ও মোছলমানের গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। এই সমস্ত গোমরাহ লোকদিগের ফেরেব হইতে যাহাতে সমাজ রক্ষা পায় তাহার চেষ্টা করা মোছলমান মাত্রই আবশ্যক। সমাজক্ষেত্রের এই সমস্ত আগাছা দূর হইয়া যাহাতে ক্ষেত্র পরিষ্কার হয় এবং মোছলমানের দ্বীন-দুনিয়ার প্রকৃত তরক্কী হয়, তাহার জন্য "ওয়ারেছাতুল-আম্বিয়া" আলেমদিগকে বিশেষ যত্ন করা এবং সর্বসাধারণ মোছলমানকে এই নেক-আঞ্জামে পূর্ণ তায়ীদ করা অবশ্য কর্তব্য। কোন বহি, কেতাব অথবা কাগজ কিম্বা কোন ওয়াজ বক্তৃতা যদি এই নেক কাজের জন্য না হইয়া শরীয়তের বিপরীত অর্থাৎ ইবলিছ শয়তানের গোমরাহী কাজের সাহায্যের জন্য হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ এবং বরবাদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

যাহাতে মোছলমানের দ্বীন-দুনিয়ার যথার্থ তরক্কী হয় এবং খেলাফে-শরা কার্য্য হইতে সকলে উদ্ধার পায় তাহার জন্য সমাজের সর্বত্র ইসলামী আঞ্জুমান গঠন করা নেহায়েত জরুরী। শরীয়ত সঙ্গত জামায়াত অর্থাৎ আঞ্জুমান গঠন করা ছওয়াবের কাজ এবং ইহা দ্বারা দো-জাহানের অশেষ উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক পীর, ওয়ায়েজ, বক্তা, আলেম, সম্পাদক, লেখক এবং নেতাদিগকে স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী মোছলমানের জামায়াত গঠন এবং শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে আঞ্জুমানের কার্য্য পরিচালনা করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ভাই মোছলমানগণ, কোনও প্রকার অসৎ কাজে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবেন না। প্রত্যেক প্রকার নেক-কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এবং সর্বাবস্থায় খোদা ও রাসুলের হুকুম মানিয়া চলিবেন।



(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ-১২শ সংখ্যা, ২৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা)।

ওছীয়ত নামা—(১২)

আল্লাহ্‌তা'লার কালামে-পাক্ কোরআন-মজিদের উপর যাহারা পূর্ণভাবে ঈমান আনে না, তাহার কতক অংশের প্রতি বিশ্বাস এবং কতক অংশের প্রতি এন্‌কার করে, দুনিয়াতে তাহাদিগকে নানাবিধ ভাবে হেয়, লাঞ্ছিত, দুঃখিত এবং অধঃপতিত আর আখেরাতে ভয়ঙ্কর আজাবে গ্রেফতার হইতে হইবে। ইহা আল্লাহ্‌তা'লা এরশাদ করিয়াছেন।

ভাই মোছলমানগণ, বর্তমান মোস্‌লেম সমাজের যেদিকে খেয়াল করুন না কেন, স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, তনজ্জলি এবং দুঃখ-দুর্দশার ছয়লাবে পড়িয়া সকলেই হাবু-ডুবু খাইতেছে। অবস্থা দেখিলে মনে হয় যেন সমস্ত দুনিয়ার বালামছীবৎ ইহাদের জন্যই পয়দা হইয়াছে। আল্লার মনোনীত এস্‌লাম যাহাদের মজ্‌হাব (চলিবার পথ), আল্লার পেয়ারা হজরত নবী করিম (দঃ) যাহাদের এমাম ও আদর্শ আল্লার কালাম কোরআন মজিদ যাহাদের হাদী (পথ-প্রদর্শক) এবং কাদেরে মৎলক্ আল্লাহ্‌তালা যাহাদিগকে ফওকিয়ৎ (শ্রেষ্ঠত্ব) ও তরক্কী সম্বন্ধে খোশ্-খবর দিয়াছেন, সেই মোছলমানের আজ এ অবস্থা কেন? ইহার জওয়াব কোরআন শরীফে মৌজুদ রহিয়াছে যে, তোমরাই ছাহেবে ছরদার, তোমরাই উন্নত, তোমরাই শ্রেষ্ঠ—যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি প্রকৃত ঈমানদার না হও, আল্লার কেতাবের উপর আমল না কর দুনিয়ার তানাজ্জলিতে গেরেফ্‌তার এবং আখেরাতে দোজখবাসী হইতে হইবে। সুতরাং ইহা খুবই সত্য কথা যে, যাহারা মোছলমান, দ্বীন এস্‌লামে যাহাদের মজ্‌হাব, তাহাদের প্রত্যেক প্রকার তরক্কীর মূল-ঈমান এবং আল্লার কেতাব অনুযায়ী পূর্ণ-আমল। আর তাহাদের প্রত্যেক প্রকার তনজ্জলি ও দুঃখ দুর্দ্দশার মূল-কামেল ঈমানের অভাব এবং আল্লার কেতাব অনুযায়ী পূর্ণ-আমল না করা। যতদিন পর্যন্ত মোছলমানগণ কামেল ঈমানদার ছিলেন এবং আল্লার কেতাব অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ণ-আমল করিতেন, ততদিন তাঁহারা তরক্কীর এন্‌তেহা দর্জার (শেষ সীমার) কায়েম ছিলেন। তারপর যখন হইতে তাঁহাদের মধ্যে ঈমানে কম্‌জোরী এবং আল্লার কেতাব অনুযায়ী পূর্ণ-আমলের অভাব দেখা দিল, তখন হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে তনজ্জলীর দিকে নামিতে লাগিলেন। নেক আমল এবং কামেল ঈমানের অভাব বেশী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তনজ্জলি ও দুঃখ-দুর্দ্দশা অধিকতর হইতে লাগিল—যাহার অবশ্যম্ভাবী

ফলে আজ মোসলেম সমাজ তনজ্জলির তাহ্‌তাছ ছাড়ায় চলিয়াছে।

মোসলমানগণ নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই করিয়াছে। বদ্‌-আমল বে-ঈমানীর জন্য তাহারা নিজেদিগকে উচ্চ হইতে নীচে টানিয়া আনিয়াছে। অবস্থার এ খারাপ পরিবর্তনের জন্য তাহারাই দায়ী। আল্লাহতা'লা কোন কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরা না করে। আল্লাহতা'লা যাহাকে তনজ্জলির পথ এবং হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যে সমস্ত হইতে পৃথক থাকিবার জন্য তিনি হুকুম করিয়াছেন—এই জামানায় কতক মোছলমান তাহাকে তরক্কীর পথ, হালাল এবং গ্রহণ করিবার বিষয় বলিয়া প্রচার করিতেছে। আল্লাহ্ যাহাকে তরক্কীর পথ, হালাল এবং গ্রহণ করিবার বিষয় বলিয়াছেন, তাহাকে ইহারা তনজ্জলির পথ, হারাম এবং পরিত্যাগ করিবার বিষয় বলিয়া প্রচার করিতেছে। আল্লার হুকুমের খেলাফ করাই যেন ইহাদের সবচেয়ে বড় কাজ। আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন যে, তোমাদের রছুল যাহা তোমাদিগকে এনায়েত করেন, তাহাই গ্রহণ এবং যাহা তিনি নিষেধ করেন, তাহা পরিত্যাগ কর। কিন্তু আজ আমরা তাহার বিপরীত করিতেছি। আমাদের রছুল যাহা হুকুম করিয়াছেন, আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতেছি এবং যাহা তিনি নিষেধ করিয়াছেন, তাহাকে আমরা মজবুৎ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। আল্লার কোদরৎ, আর ক্ষমতা, আল্লার বোজর্গি এবং আল্লার কালামের উপর বিশ্বাস-হারা হইবার, আল্লার হুকুমের প্রতি হেকারৎ ও অবজ্ঞা এবং আল্লার রছুলের ছুন্নত পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমাদের এ-দুঃখ দুর্দ্দশা ও তনজ্জলি হইতেছে। অতএব যাহাতে বে-ঈমানী এবং খেলাফ-শরা আমল সমূহ দূর হইয়া কামেল ঈমান এবং নেক্‌-আমল কায়েম হইতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা আল্লাহ ও রছুলের হুকুমের খেলাফ কাজ করিতে উপদেশ দেয়, হারামকে হালাল, না-জায়েজকে জায়েজ বলিয়া ফৎওয়া দেয়, তাহাদের কু-পরামর্শ হইতে সমাজকে রক্ষা করা প্রত্যেক মোছলমানের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

(শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ-১ম সংখ্যা)।

স্বপ্নিল জীবনের কিছু কথা

আমি অধম সৈয়দ আজমাত হোসেন ১০ বছর বয়সে ফুরফুরা হাই মাদ্রাসা প্রাথমিক বিভাগ থেকে বৃত্তি পরিক্ষায় উত্তির্ণ হবার পর আমার শ্রদ্ধেয় নানাজী মুফ্‌তীয়ে বাংলা-আসাম আবু জফর সিদ্দিকী পীর কেবলা কুঞ্চির কলম ও দোয়াতের কালি দিয়ে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত টাইপ করা অক্ষরের মত আরবী বর্ণমালা লিখে দিয়ে বললেন, এই দাগাটি দেখে দেখে লিখবে তোমার হাতের লেখা ভাল হবে। আরবীর মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার হাতেখড়ি এই বরকত পূর্ণ দস্তমুবারক থেকেই। দাদা হুজুর পীর কেবলার তৈরী পুরাতন কোতবখানার বারাভায় বসে হাতের লেখার অনুশীলন ও ফুরফুরা ফাতেহীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সিদ্দিকী সাহেবের নিকট আরবী ব্যাকারণ কিছু উর্দ্দু কিছু ফারর্সী শিক্ষার মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার সূচনা। অতঃপর উক্ত মাদ্রাসায় ইং ১৯৮২ সালে আলিম ৮৪ সালে ফাজেল ও ৮৬ সালে এম,এম, পরিক্ষায় উত্তির্ণ হয়ে অদ্যাবদি ইসলাম প্রচারের কাজে রত আছি উদ্দেশ্য দাদা হুজুর কেবলার প্রচারধারা ও কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলিম সমাজকে অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা যেমন, "কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম", "সহজ উপায়ে নামাজ শিক্ষা", "ফুরফুরা পরিচয়", "ওহাবী-পরিচয়", "মেজ হুজুর কেবলার অসিয়ত ও নসীহত" পরিশেষে এমন এক কেতাব লিখতে বসেছি যা আমার মত অযোগ্যের পক্ষে প্রকাশ করা একবারেই অসম্ভব। আল্লাহ সবের একমাত্র সহায়ক।

আমার বাপকুল রাসুলুল্লাহর বংশধর সৈয়দ হুসাইন বুখারী (রহঃ) এর বংশ-পরম্পরা। আর মাতুল খলিফাতুল মুসলেমীন হজরত আবু বকর সিদ্দিকী(রাঃ) এর বংশধর ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর বংশ - পরম্পরা । এছাড়া বৈবাহিক সূত্রে

উভয় বংশের সংযোগ আজও অব্যাহত যেমন রাসুলুল্লাহ স্বয়ং ছিলেন আবু বাকার সিদ্দিক (রাঃ) এর জামাতা কি চমৎকার এই বংশমিলনের ধারা। এই ধারার কিছু পরিচয় না জানালে জ্বলন্ত সত্যকে গোপন করা হয় তাই নিম্নে আমার নসবনামা প্রমাণ সহ লিপিবদ্ধ করা হল ঃ—

সাইয়েদুল মুরসালীন খাতেমুন্নাবীয়িন হজরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্ জুহ্‌রা (রাঃ) ও খলিফাতুল মুস্‌লেমীন, ইমামুল মুত্তাকীন আমিরুল মু'মেনীন হজঃ আলী (কাঃ) এর পুত্র হজঃ ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর পুত্র হজঃ ইমাম জয়নাল আবেদীন (রঃ) এর পুত্র হজঃ ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (রঃ) এর পুত্র হজঃ ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) এর পুত্র হজঃ সৈয়দ মুসা কাজেম (রঃ) এর পুত্র ইমাম আলী রেজা (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ শামসুদ্দীন (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ সিরাজুদ্দিন (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ গোলাম আহমাদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ পীর মুহাম্মাদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মুরাদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ হুসাইন বুখারী (রঃ) (ইনি বালিয়া বাসন্তি অধুনা ফুরফুরার ইসলামী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন যাঁর মাজার শরীফ বেলপাড়ায় অবস্থিত) এর পুত্র সৈয়দ হামেদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মুহাম্মাদ (রঃ) (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মীর চাঁদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মীর হাসান (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ আহমাদ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ হামজা (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ জাহাঙ্গীর (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মুহাম্মাদ সালেহ ওরফে ছোট্টু (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ আব্দুন্ নাবী (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ হুসাইন (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ রেজাউল্লাহ (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ মুজিবুদ্দীন (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ রিয়াজ আলীর (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ গোলাম সুফী (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ আহ্‌মাদ হুসাইন (রঃ) এর পুত্র মৌলানা সৈয়দ কানাআত হাসাইন (রঃ) এর পুত্র মওলবী সৈয়দ মুশাররফ হুসাইন* (রঃ) এর পুত্র সৈয়দ আজমাত হুসাইন* (সঙ্কলক)

* মরহুম সৈয়দ মুশাররফ হুসাইনের মাতা ছিলেন দাদা হুজুর কেবলার (রঃ) তৃতীয়া কন্যা মরহুমা মুসাঃ রাবেয়া খাতুন।

* সৈয়দ আজমাত হুসাইনের মাতা হলেন—মেজলা হুজুর আবু জাফর সিদ্দিকীর (রাঃ)-এর প্রথমা কন্যা উম্মে বাসিরা মোছাম্মাৎ সাওকাতারা বেগম। সৈয়দ আজমাত হুসাইন বৈবাহিক সূত্রে অনুরূপ ভাবে দাদা হুজুর কেবলার (রঃ) বংশের সঙ্গে আবদ্ধ, ফলে পিতৃকূল রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধর এবং মাতৃকূল হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর বংশধর, উভয় বংশধরই পীরানে তরীকতের খান্দানভুক্ত এবং পীরি-মুরীদি দিয়ানাতদারী ও তাকুয়া পরহেজগারীতে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। রাব্বুল আলামীন সিল্‌সিলায়ে ফুরফুরা শরীফকে যেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখেন।

উৎসর্গ

যিনি আমার লেখনী ধারাণের অনুপ্রেরণার উৎস,
সেই মরহুম আব্বাজানের স্মরণে—



সঙ্কলক

আল্লামা সৈয়দ কানাআত হোসেন (রহঃ)

চার পুত্র দুই কন্যা

- ১ মরহুম সৈয়দ দেলওয়ার হোসেন
  চার পুত্র আট কন্যা
  - ১ মরহুম মওলানা সৈয়দ নেসার হোসেন
    নিঃসন্তান
  - ২ সৈয়দ নাসের হোসেন
    (ইনি আল্‌হাজ্ব সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেবের বড় জামাতা)
    দুই পুত্র—এক কন্যা
  - ৩ সৈয়দ সাফাকাত হোসেন
    (ইনি মরহুম পীর বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী সাহেবের জামাতা)
  - ৪ মাওলানা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন
    (ইনি আলহাজ্ব পীর আবুল ফারাহ সিদ্দিকী সাহেব (মাদ্দাঃ) মেজ জামাতা)
    এক পুত্র
    এক কন্যা
- ২ মরহুম সৈয়দ মোজাফফার হোসেন
  নিঃসন্তান
- ৩ মরহুম সৈয়দ মোশাররাফ হোসেন
  চার পুত্র দুই কন্যা
  - ১ সৈয়দ আবুল কাসেম - চার পুত্র
  - ২ সৈয়দ আবুল হাসান - দুই পুত্র
  - ৩ মাওলানা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন - এক পুত্র
  - ৪ আহকার সৈয়দ আজমাত হোসেন
    (ইনি আলহাজ্ব পীর আবুল ফারাহ সিদ্দিকী সাহেবের বড় জামাতা)
    এক পুত্র — তিন কন্যা
- ৪ আল্‌হাজ্ব সৈয়দ আশরাফ হোসেন (মাদ্দাঃ)
  চার কন্যা

পরবর্তী বংশ পরিচিতি
পরের সংস্করণে ঃ—
সংকলক
২৭শে রমজান ১৪২৯
ইং ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৮

মোজাদ্দেদ যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলিফা ও জামাতা আল্লামা সৈয়দ কানাআত হুসাইন (রহঃ)-এর নসবনামা

(বংশ পরিচিতি) দাদা হুজুর কেবলার অনুমোদিত "এসলাহুল মু'মেনীন" কিতাব হতে সংগৃহীত (ফটোকপি)

نسب نامہ جناب مولانا مولوی سید قناعت حسین صاحب فرفری

جناب مولانا مولوی سید قناعت حسین صاحب فرفری ابن جناب حضرت سید احمد حسین صاحب ابن جناب حضرت سید غلام صوفی ابن جناب حضرت سید ریاض علی ابن جناب حضرت سید محی الدین ابن جناب حضرت سید ضیاء اللہ ابن جناب حضرت سید حسین ابن جناب حضرت سید عبد النبی ابن جناب حضرت سید چھیٹو عرف محمد صالح ابن جناب حضرت سید جہانگیر ابن جناب حضرت سید حمزہ ابن جناب حضرت سید احمد ابن جناب حضرت سید میر حسن ابن جناب حضرت سید میر جاینده ابن جناب حضرت سید محمد ابن جناب حضرت سید حامد ابن جناب حضرت سید حسین بخاری (جو بالیا بلندی کی اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے قبر شریف آپ کی موضع بیل پاڑہ میں ہے) ابن جناب حضرت سید ضیاء الدین یوسف ابن جناب حضرت سید مراد ابن جناب حضرت سید پیر محمد ابن جناب حضرت سید غلام احمد ابن جناب حضرت سید غلام محمد ابن جناب حضرت سید سراج الدین ابن جناب حضرت سید شمس الدین ابن جناب حضرت سید امام علی رضا ابن جناب حضرت سید موسیٰ کاظم ابن جناب حضرت سید امام جعفر صادق ابن جناب حضرت سید امام محمد باقر ابن جناب حضرت سید امام زین العابدین ابن جناب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ابن جناب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔

কানাআত লাইব্রেরী নামকরণের স্বার্থকতা

নিখিল বঙ্গের অদ্বিতীয় মুর্শিদ মুজাদ্দিদে যামান, আলা হজরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ-এর বিশিষ্ট খলিফা ও জামাতা, আলেমে হক্কানী, ফাকীহুল ইসলাম, উসতাযুল মাসায়েখ, ফুরফুরা ফাতেহীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস উচ্চ বেলায়েত প্রাপ্ত ওলী ও কুতুব বিশ্বনবী সাঃ-এর বংশলতিকার এক জলন্ত প্রতীক।

আল্লামা সাইয়েদ কানাআত হুসাইন রহঃ

এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে এই লাইব্রেরীর আবির্ভাব। আমার মত অযোগ্য পৌত্রের পক্ষে দাদাজানের সুবিশাল পরিচিতি লেখা সম্ভব নয়, তবে তাঁর রূহানী দৃষ্টি এবং দোআর আমি ভিখারী, তাই তাঁর জীবনের সাধনা এবং উদ্দেশ্যকে (যা নিছক ইসলামের খিদমত ও প্রচার ছিল)পুনরুজ্জীবিত করারই প্রয়াস মাত্র। নানাজান আলা হযরত মেজলা হুজুর পীর কেবলা (রঃ) বলেন, তোমার দাদাজানের কাছে আমি বাল্যজীবন থেকে পড়াশুনা করেছি, তিনি আরবী, ফার্সি ভাষায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি এলমে যাহেরীতে যেমন পারদর্শী ছিলেন এলমে বাতেনীতে ততধিক উচ্চ বেলায়েত প্রাপ্ত ছিলেন। নিজ যোগ্যতাবলে মুজাদ্দিদে যামান দাদা হুজুর কেবলার কাছ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তাই মেজলা হুজুর পীর কেবলা (রঃ) তাঁর লেখা মোনাজাত নামক কবিতা গুচ্ছে লিখেছেন।

"আওর কুতুব থে সাইয়েদ কানাআত হুসাইন আল্লাহ কে ওলী
সাব কে সাব মকবুল যাতে কিবরীয়া কে ওয়াস্তে।"

কানাআত লাইব্রেরীর আগামী দিনের ইচ্ছা

১। স্বল্প মূল্যে ধর্মীয় কেতাব পরিবেশন।
২। লেখনীর মাধ্যমে দীনে ইসলাম প্রচার।
৩। বিভিন্ন দুঃষ্প্রাপ্য মূল্যবান কেতাব পড়বার ব্যবস্থা।
৪। প্রয়োজন ভিত্তিক পুস্তিকা লেখনের মাধ্যমে কুসংস্কার দূরীকরণ।
৫। দাদা হুজুর কেবলার (রঃ) অসিয়তনামার প্রচার ও বাস্তবায়ন করনার্থে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।